—"কাব্যেষু নাটকং রম্যং"—

সহস্র-সরোজাঞ্জলি।

(নবনাটিকা)

"ঢাকা প্রকাশের" ভূতপূর্ব্ব লেখক—

ডাক্তার শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী কর্ত্তৃক

বিরচিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

Calcutta:

PRINTED BY K. B. DASS, AT THE "VICTORIA PRESS,"

2, GOABAGAN STREET.

1903.

মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

প্রাপ্তিস্থান,

কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্

বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে

এবং

সিমুলিয়া, মহাদেবপুর পোষ্ট, মাণিকগঞ্জ

গ্রন্থকারের নিকট।

Sahasra-Sarojanjali.

THE

PURANIC DRAMA.

BY

BENODE BEHARI CHAUDHURY.

—"কাব্যেষু নাটকং রম্যং"—

প্রথম খণ্ড।

শ্রীশঃ।

গ্রন্থোৎসর্গ।

পরমারাধ্য, স্বর্গীয় বিপিনবিহারী চৌধুরী, পিতৃদেব

শ্রীশ্রীচরণ-সরোজে

'সহস্র-সরোজাঞ্জলি'

অঞ্জলি দিলাম।

পিতঃ,

শোকদুঃখাশ্রু মুছিতে মুছিতে—ব্যাধির যন্ত্রণা সহিতে সহিতে—কাণ্ডারীহারা সংসারসাগরে কূটচক্রীর চক্রান্ততরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে—(রুগ্নদেহে, ভগ্নহৃদয়ে) আমার বড় সাধের "সহস্র-সরোজাঞ্জলি"র মুদ্রাঙ্কণকার্য্য সমাধা করিলাম।

সে আজ একবিংশতি বর্ষের অতীত স্বপ্নস্মৃতি ;—যে দিনের অস্তাচলগামী দিনেশের সঙ্গে সঙ্গে আপনার জীবন, যৌবনে চির অস্তমিত হইল! শুনিতে পাই, একবৎসর বয়সোত্তীর্ণ আপনার দুর্ভাগাপুত্র আমি, সেই দিন আপনাকে জন্মের শোধ শত শতবার 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়াছিলাম! তারপর আরও কত দিন কত সময়ে, দুঃখপ্রবাহমান হৃদয়ে আপনাকে ডাকিয়াছি, তখন কষ্টের বেগ অনেক প্রশমিত হইয়াছে, কিন্তু সুখী হইতে পারি নাই ; আজ আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক 'সহস্র-সরোজাঞ্জলি'—মদীয় হৃদয়ের প্রথম প্রস্ফুট পঙ্কজহার, আপনার পবিত্র পদপঙ্কজে উৎসর্গ করিয়া বড়ই সুখী হইলাম। সন্তানের প্রদত্ত জিনিষ অকিঞ্চিৎকর হইলেও মাতাপিতার বড় আদরের ধন!—এই বিশ্বাসেই আপনার শ্রীচরণকমলোদ্দেশে এই পুস্তক উৎসর্গীকৃত হইল। পিতঃ! আশীর্ব্বাদ করুন্—যেন পবিত্রহৃদয়ে আপন উদ্দেশ্য সাধন করিতে করিতে, জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারি!

সিমুলিয়া।
আষাঢ়, ১৩১০ সাল।

আপনার অধম তনয়—
শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী।

ভূমিকা।

একটু বুদ্ধিতে যারা বলবান হয় ;
মাৎসর্য্যেতে পরিপ্লুত তাদের হৃদয়।
প্রভু যারা তাহারাও নহেন সরল,
মনের ভিতর ভরা গরিমা-গরল।
এই তো সংসার গতি ! বাকী যতজন,
অজ্ঞানেই অভিভূত তাহাদের মন।
সুভাষিতা কোথা আর করিব প্রকাশ ?
ভাবিয়া নিষ্প্রভ মম "মানস-বিকাশ" ॥

ডাকে যদি লক্ষ কাক দলবদ্ধ হ'য়ে,
কর্ণ-ক্লেশ হয় চিত্ত-সুখ দূরে যেয়ে।
একটি কোকিল 'কুহু' করিলে কূজন,
না রয় কর্ণের ক্লেশ জুড়ায় শ্রবণ।
করি কাব্য আলোচন লক্ষ নিহৃদয়,
লক্ষ ধন্য দিলে নয় প্রীতির উদয় ;
রসজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি এক জন,
কাব্য প'ড়ে ভাল বলে তবেই তখন
দূরে যায় শ্রম-দুখ জীবন সার্থক ;
সহৃদয় ! এ কাব্যের তুমি (ই) বিচারক।

ভূমিকা।

দীনাধম দরিদ্র যেমন আপন তনয়কে সোহাগভরে 'রাজকুমার' নামে অভিহিত করিয়া থাকে, আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাকেও তেমনই আহ্লাদ করিয়া 'নবনাটিকা' আখ্যা প্রদান করা যাইল। বস্তুতঃ নাটকাকারে পৌরাণিক উপাখ্যান প্রচার করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

সাহিত্য-জগতে নাটক রচনা বড়ই কঠিন কার্য্য!—নাটকীয় প্রতিভা মানব-জীবনে সুদুর্ল্লভ! তাই ভারতের একমাত্র কালিদাস, ইংলণ্ডে সেক্স্‌পীয়র, গ্রীসে এক্কাইলস্ এবং জর্ম্মণীর গেটে ভিন্ন প্রকৃত নাটককার আর কেহ হইতে পারেন নাই। তাঁহারা দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ; তাঁহাদের অবলম্বিত পথের পথিক হইতে যাওয়া মাদৃশ ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে বিড়ম্বনা বিশেষ! কিন্তু, তাই বলিয়া কি বিরত থাকিতে হইবে? যে নির্ম্মল-নীলাম্বর রজতদ্রবময় সুস্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে আপ্লুত হইয়া থাকে, মৃদুভাতি নক্ষত্রনিকর সেই নীলাকাশ-বিহারী!—কারণ, ইহাই জগতে অবশ্যম্ভাবী নৈসর্গিক নিয়ম। আমিও এই নিয়মের অধীন বলিয়া মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির পথানুসারিন্ হইলাম। আমার ভরসা,—"মহাজনো যেন গতঃ সপন্থাঃ"।

বঙ্গের রঙ্গালয়ে নূতন নাটকের প্রচলন এখন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; অপিচ, একই অপেরার পুনঃ পুনঃ অবতারণা বহুল্ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কবিগুরু বাল্মীকি ও কবিকুলতিলক কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ প্রভৃতি আর্য্য-মনীষিগণের অমৃতস্রাবিণী লেখনী-নিঃসৃত অনন্তকাব্যরসে যে দেশ আপ্লুত, সেই দেশজ রঙ্গালয় অধ্যক্ষগণ এরূপ দূষণীয় প্রথার প্রতিপোষক কেন? এখনও আমাদের পুরাণশাস্ত্র বহুল নূতন বিষয়ে পরিপূরিত;—"সহস্র-সরোজাঞ্জলি" তাহারই সাক্ষ্য দিতে উপনীত হইল। বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তি বিবরণ লইয়া এই পুস্তিকাখানি প্রকটন করা

গিয়াছে। পুরাণান্তরের ছায়া লইয়া, কল্পনাবলম্বনে বীণাপাণির আখ্যায়িকাংশ রচিত হইয়াছে। পৌরাণিক ব্যতিক্রম দুইস্থানে কিঞ্চিৎ ঘটিয়াছে; পুরাণের ভাবমাহাত্ম্য বজায় রাখিয়া প্রভূত কল্পনার আশ্রয় লওয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীর সহচরীদ্বয় কল্পিত এবং "র'য়ে র'য়ে তবু কব মুখ মনে পড়ে।—" শীর্ষক গানটি সঙ্কলিত।

কতিপয় অপরিহার্য্য কারণে ও অনিবার্য্য ঘটনাধীনে 'সহস্র-সরোজের' কোনটী বৃন্তচ্যুত, কোনটী মুকুলিত, কোথাও কীটকবলিত ও পরাগহীন থাকার সম্ভাবনা!! কি করিব?—আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট! নতুবা, অমার্জ্জিত পুস্তক-প্রচারে বাধ্য হইব কেন? ইহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ, ভক্তি-করুণ-রস-সিক্ত, পরিমার্জ্জিত এবং অভিনয়ের উপযুক্ত আর একখানি পৌরাণিক নূতন নাটক লইয়া সহৃদয়সমাজে শীঘ্রই উপনীত হইব,—আশা রহিল।

"ভিক্টোরিয়া-প্রেসের" সুযোগ্য অধ্যক্ষ, "সুধাকর-ব্যাকরণ" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা, শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট PROOF সংশোধনে যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি; তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ!! আমার প্রথম গ্রন্থ "সহস্র-সরোজাঞ্জলির" প্রথম সংস্করণ, সুধী পাঠকগণ এবার এই কথাটি মনে রাখিলেই কৃতার্থ হইব!

মেজখাঁড়া;
মাণিকগঞ্জ, পশ্চিম-ঢাকা।
সন ১৩১০ সাল। } শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী

সহস্র-সরোজাঞ্জলি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—বৈকুণ্ঠধাম।

নারায়ণ পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী
ব্যজন করিতেছেন।

নারায়ণ— [ধ্যানস্তিমিত নেত্রে গীত *]

অই ত্রিপুরারি শ্মশানবিহারী, বিহরে হরষে বৈকুণ্ঠ ভবনে।
বালকইন্দু ভূষিত ভালে, হাড়মালা গলে দোলে সঘনে।
শার্দ্দূল ছাল পরিধান,
পরমপুরুষ যোগীর প্রধান,
জটা-বিভূতি-ফণী-বিভূষণ, হরি হরি ধ্বনি পঞ্চাননে।

---

* রাগিণী—বেলাওল। তাল—একতালা।

ভাঙ্গে ভোলা ভোলা ঊর্দ্ধনয়ন,
বামে ত্রিলোচনী সুহাস বদন ;
কণ্ঠে হলাহল শোভিত কেমন, মরি কি সুষমা যুগল চরণে।
শান্তমূরতি অচ্যুত অনন্ত !— শুভ্রকান্তি অভ্রান্ত অচিন্ত্য !
প্রসীদ বিনোদে হে প্রমথনাথ,
প্রণিপাত পদে পিনাকপাণে !

[সহসা উত্থিত।

লক্ষ্মী। বলি প্রাণেশ! অকস্মাৎ একি ভাব? কোন্ ভাবে আজ এত ভাবুক হয়েছ? প্রিয়দর্শন! নিদ্রাবেশে কোন্ প্রিয়দর্শন বস্তুর দর্শন পেয়েছ, দাসী কি তা' জান্‌তে পাবে?

নারা। (স্বগত)—ললাটেতে চঞ্চলিত শিখার সমান,
অর্দ্ধ-ইন্দুরেখা যাঁর সদা দীপ্যমান ;
কামরূপ শলভ লীলায় দগ্ধ যাঁর,
অগ্রে স্ফূর্ত্তিমান্ যিনি পুণ্য-বর্ত্তিকার ;
সেই জ্ঞানময়-দীপ-স্বরূপ-শঙ্কর,
এই দেখা দিয়ে কোথা হইলে অন্তর ?

(লক্ষ্মীর প্রতি) প্রিয়তমে! তুমি কি সেই পার্ব্বতীপ্রাণবল্লভ ভোলানাথকে দেখ্‌তে পেয়েছ ? বল, বল প্রিয়ে! শশাঙ্কশেখর কোথা গেলেন ? হায়! কেন আমি নিদ্রিত ছিলেম ?

লক্ষ্মী। লীলাময়! আজ ভবেশের ভাবে এত বিভোর দেখ্‌ছি কেন ? স্বপ্নে কি শঙ্করকে দেখেছ ?

নারা। কমলে! স্বপ্নাবেশে দেখ্‌লেম, শশাঙ্কশেখর বৈকুণ্ঠে এসে পরমানন্দে নৃত্য ক'চ্চেন। সদানন্দকে দেখে, প্রেমানন্দে মগ্ন হ'য়ে যেম্‌নি

এই ত্রিদিব-বাঞ্ছিত কুসুমাঞ্জলি ত্রিলোচন-চরণ-কমলে অর্পণ কর্ব্বো, অমনি ভবেশ না জানি কি ভেবে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হ'লেন ; আর সে শর্ব্বাণীরও আনন্দময়ী-মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেলেম না। তাই প্রিয়ে! প্রাণ আমার এরূপ চঞ্চল! হরের বিরহে হরির প্রাণ নিয়তই বিচলিত !!

লক্ষ্মী। (স্বগত) তাইত! এ আবার কি রহস্য!—শম্ভুর এ কিম্ভূত লীলা! ভব যাঁর ভাবে বিভোর হ'য়ে শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করেন—তিনি আবার কি ছল পেতেছেন?—সত্যই কি হরি হরের বিরহে এত কাতর!! —না, প্রাণেশের প্রহেলিকা! মায়াময়ের মায়া বুঝা রমণীর কর্ম্ম নয়। ভাল, জিজ্ঞেস ক'রেই দেখিনা কেন, রহস্যটা কি? (প্রকাশ্যে) স্বামিন্! স্বপ্নতো অলীক ব'লেই জানি! জাগ্রৎ অবস্থায় যা' বেশী চিন্তা করা যায়, নিদ্রিতাবস্থায় সেইগুলি স্বপ্নরূপে প্রতীয়মান হ'য়ে থাকে। মন্মথারির প্রতি তোমার মনের টান বড় প্রবল ; তাই সুপ্তাবস্থাতেও তুমি ত্রিনেত্রকে মানস-নেত্রে দেখ্‌তে পাও! আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, শঙ্কর এখানে আসেন নি।

(দেশ-মল্লার—ঠেকা *)

মরি একি ভাব পতি, তব ভাব তুমি জান।
বিভোর ভবের ভাবে সহসা জাগিয়ে কেন?
কোথা শঙ্কর শশিশেখর?—ধৈর্য্য ধর শ্যামসুন্দর!
আসেনি হেথা দিগম্বর,—পীতাম্বর! হেরেছ স্বপন।
সাগরমন্থন নাথ!—হৃদয়ে কি প্রতিভাত?
ত্রিলোচন তরে চিত, তাই এত উচাটন!

---

* সুর—"তোমার বিরহ স'য়ে, বাঁচি যদি দেখা হবে।
তুমি প্রাণ সুখে থাকো এ দেহে সকলি সবে।"

নারা। কে বলে পত্নী পতির শান্তিদায়িনী? আমি দেখ্‌ছি, এমন অশান্তির আকর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই! তা' না হ'লে, কোথায় হরবিরহানলে আমার হৃদয় জ্বলচে, তাই তোমার আশ্বাস-বাণীতে হৃদয় জুড়াব; তুমি কিনা সপত্নী-বিদ্বেষের পরিচয় দিচ্চ!—বলি, এই কি তোমার পরিহাসের সময়? লক্ষ্মি! রাগ করো না; কি কথায়, কি কাজে—কি আগমনে, কি নির্গমনে সকল বিষয়েই তুমি চঞ্চলা! আমি দেখ্‌ছি, যার গৃহিণী বোবা, অথবা যে নিজে কালা, সেই সুখী!

লক্ষ্মী। বালাই! তুমিই কালা হও—পুরুষেরাই কালা হোক্। চিকণকালাতো চিরকালই কাঙ্গালের বেলা কালা। শুধু কি তাই? ত্রিগুণাধার হ'য়ে এমন নির্গুণ স্বামী কারু ভাগ্যে দেখিনি! শুনেছি, সাগরমন্থনকালে শঙ্কর তোমার কত দুর্দ্দশা ক'রেছিলেন; আজ দেখ্‌চি, তোমার সেই অশিবকারী শিবের তরে তুমি এত বিভোর! তাই, দুটো কথা জিজ্ঞেস ক'রেছি, এতেই এত কষ্ট পাচ্চ? একেবারে 'অশান্তি' 'অশান্তি' ব'লে হাঁপাচ্চ? তা' শুধু তোমার কি দোষ? অর্দ্ধাঙ্গিনীর কথায় অশান্তি বোধ—এসব পুরুষদের পৌরুষের পরিচয়। তুমি যে পুরুষোত্তম! আমার সকল কথাতেই তো তোমার অশান্তি! যা' শান্তি, তা' কেবল বীণাপাণির বীণার তানে।

নারা। কলহের কোন কারণ নাই, অথচ কল্পনা ক'রে কলহ করা! বলি, কলহ করাই বুঝি রমণীস্বভাব! সকল সময় এরূপ কোন্দল ভাল লাগে না।

লক্ষ্মী। ভাল তো লাগ্‌বেই না!—ঠিক কথা ব'লেছি কিনা! বলি, ভোলানাথ ভোলা সিদ্ধির নেশায়, তুমি ভোলা কার নেশায়? দাসী দোষী পদে পদে; আমায় ক্ষমা কর, একটু ধৈর্য্য ধারণ কর, আমি হাওয়া কচ্চি! মিছে কেন, ভবানীপতির ভাবনায় ভাবিত হচ্চ? তিনি যদি এখানে আসতেন, অবশ্যই দেখা দিতেন!

নারা। না প্রিয়ে! পার্ব্বতীকান্ত একান্তই এখানে এসেছিলেন; আমাকে নিদ্রিত দেখে, দুঃখিত হ'য়ে চ'লে গেছেন। চল প্রিয়ে! এখনই সেই কৈলাসনাথের কৈলাসধামে যেয়ে একাসনে হরগৌরীর মানসমোহন রূপ সন্দর্শনে নয়ন—মন চরিতার্থ করিগে! আর ত্রিলোচনের চরণ ধ'রে আমার নিদ্রাজনিত অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে, আজ প্রেমানন্দে সদানন্দের চরণারবিন্দে কুসুমবৃন্দ উপহার দিয়ে পরমানন্দ লাভ করিগে।

লক্ষ্মী। ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছায়, জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হ'য়ে থাকে। বিশ্বধামে যা' কিছু, সে সব তো কেশব! তোমার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়। যদি কৈলাসে যেতে এতই প্রবল বাসনা হ'য়ে থাকে, তবে চল। দাসীতো চিরসঙ্গিনী; কিন্তু সকল:সময় দাসীকে সঙ্গিনী কর না, তাই এদাসীর বড় দুঃখ!

নারা। প্রণয়িনি! যে রমণী প্রকৃত পক্ষে চিরসঙ্গিনী, সে কোন্ সময়ের জন্য সঙ্গিনী নয়?

লক্ষ্মী। কেন প্রাণেশ! পতির দুঃখে রমণী যেমন সঙ্গিনী, সুখের বেলায় তেমন হ'তে পারে কি? তখন দুঃখিনীর আশ্রয় অজস্র অশ্রু; সহায় কেবল হলাহল!

নারা। প্রিয়ে! সে তোমার ভুল, তোমাদেরই বুঝ্‌বার দোষ। হৃদয়ে এরূপ ধারণা কেন ধারণ করো! ঐযে বিটপীর লতিকা সঙ্গিনী দেখ্‌তে পাচ্চ, চিরসঙ্গিনী কিরূপে হ'তে হয়, ঐ লতিকার নিকট উপদেশ লাভ করো। বিটপী রসাল মৃত্তিকা সংস্পর্শে কেমন সুখী, উন্নতশিরে কেমন গর্ব্বিত। আবার দেখ, লতিকার কৌশল! তরুর সুখের সময়, কেমন আহ্লাদে বিটপীকে আশ্রয় ক'রে আছে! মুগ্ধতরুর সাধ্য নেই যে, লতিকাকে পরিত্যাগ করে।—শুন প্রিয়ে! বনদেবী কেমন মধুর গীত গাচ্ছেন।

[নেপথ্যে গীত *]

এম্‌নি মিলন ভালবাসি,
যেমন তরুলতায় মেশামেশি।
উঠ্‌ছে তরু গগনপানে, মিশছে লতা প্রাণে প্রাণে,
রেখে তরুকে আবরণে,
সইছে তপন তাপরাশি।
তরু যদি ভূমে পড়ে, লতিকা তায় তবু না ছাড়ে,
তরুর সনে প্রাণে মরে,
লতা দুখের সাথী সুখে হাসি।

নারা। ঠিক্ কথা!—স্বামীর সুখের সময় রমণী যেমন পতি-চিত্ত-রঞ্জিনী, তেমনি স্বামীর দুঃখে দুঃখী হওয়াই যথার্থ চিরসঙ্গিনীর পরিচয়! পতির দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হওয়াই প্রকৃত প্রেম ও বিশুদ্ধ পাতিব্রত্য।

লক্ষ্মী। আহা! শ্রীপতির শ্রীমুখোচ্চারিত পাতিব্রত্য প্রতিপালনের সদুপদেশ কেমন শ্রুতি-মনোরম! কিন্তু প্রাণপতি! কোন্ পতিব্রতা পত্নী পতির সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী না হ'য়ে থাকে? যদি তাই না হবে, তবে পবিত্র দেবোপম পতিতে পাপের আলেখ্য প্রতিফলিত হ'লে পতিপ্রাণা সতী সর্ব্বস্ব হারায়েও পতির পাপপথের প্রতিবাদিনী কেন হয়? স্বামী বিপদাপন্ন হবেন ব'লেই কি নয়?

নারা। কেন আদরিণি! স্বকীয় সুখের ব্যাঘাত হবে ভয়ে কি সাধ্বী পত্নী পতির পাপজ সুখের প্রতিবাদিনী হয় না?

* আড়খেম্‌টা তালে, সম্ভবতঃ 'সিন্ধু ভৈরবী-মিশ্র' রাগিণী হইবে। নিম্নলিখিত গীতের সুরাবলম্বনে রচিত হইল :—"মালা নেলো রাজনন্দিনী, কেন বিরস বদন চাঁদবদনী?"

লক্ষ্মী। না প্রাণেশ! সাধ্বী ইহলোকের প্রত্যক্ষ দেবতা হৃদয়াধিষ্ঠিত পরমারাধ্য স্বামীর সুখ-দুঃখের ভাগিনী!!! পতিব্রতা শুধু স্বকীয় সুখ বুঝে না— স্বামীর সুখেই পরম সুখী!—পতির তৃপ্তিতেই পরম-তৃপ্তা ও আহ্লাদিতা। সেই পতি যখন 'ভ্রান্ত-প্রেমে' অন্ধ হন—বাসনা জনিত সেই ভ্রান্তি হ'তে বিষময় ফলাস্বাদনের কুহেলিকাময়-সুখে আত্মহারা হয়ে পড়েন—প্রাণাধিক! তুমিই বিচার করো, ধর্ম্মপত্নীর তখন ধর্ম্মতঃ কি করা কর্ত্তব্য? দুঃখিনী ললনানিচয়ের সুখের প্রত্যাশা নিতান্ত ভ্রম; পত্নীকে অসুখী করাতে স্বামীও নির্দ্দোষ; কারণ, সর্ব্বনিয়ন্তা ধাতার অনিবার্য্য 'কঠোর-ললাট-লিপি' ললনা-ললাটেই সুগভীর প্রতিফলিত। সুতরাং সেই পরাধীনা জাতির আবার সুখের প্রত্যাশাই কি, ব্যাঘাতই কি? যারা সুখী, তাদেরই সুখের ব্যাঘাত হবার ভয়। তোমরা তো পুরুষ, সুখের ভ্রমরজাতি; সুখী থেকেও নূতন সুখের তরে লালায়িত! আমরা এক প্রাণ, তাই সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, অন্তরে-বাহিরে, সাগর-সোহাগিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় একগত। হায়! তাই দাসীজাতির দোষ পায় পায়; লাঞ্ছনা কথায় কথায়। তা' হোক্, তথাপি সাধ্বী জানে—

প্রকৃত প্রণয় নয় বিভাগের ধন;
এক ভিন্ন দুই নহে প্রেমের ভাজন।

নারা। (স্বগত) মরি, মরি, মরি! কমলা কি কোমলা! সুভাষিণী কি সুভাষিণী! রূপসীর কি রূপরাশি! প্রণয়িনীর প্রেমকথা কেমন প্রেমগাঁথা! এমন অপরূপ দেখিনি, দেখ্‌বও না; এমন সুধামাখা কথা শুনিনি, শুন্‌বও না। চাঁদ দেখেছি—কলঙ্ক আছে; ফুল দেখেছি—রেণু আছে; কিছুই নিখুঁত নয়, নিখুঁত আমার শুধু সুধাংশুবদনা চারুহাসিনী। সুধা চেকেছি—তীব্রতা আছে, বসন্ত-সমীর-স্বনন শুনেছি—রূঢ়তা আছে; নির্দ্দোষ কিছুই নয়। যদি নিখুঁত, নির্দ্দোষ কিছু থাকে, তবে আমার

এই মৃদুমধুরভাষিণী, ধীরচারুহাসিনী, সুবাস-সরোজবাসিনী, প্রফুল্ল সরোজিনীতেই আছে।

লক্ষ্মী। (সলজ্জ বদনে) প্রাণাধিক! কি দেখ্‌ছ?

নারা। অষ্টপ্রহর স্পষ্ট চক্ষে চেয়ে থাক্‌লেও যে অপরূপ রূপ দেখার তৃষ্ণা মিটে না, তোমার সেই নিখুঁত নির্ম্মল রূপখানি!

লক্ষ্মী। (স্মিতমুখে, স্বগত) দুখিনী দাসীকে কি মনে ধরে নাথ? (প্রকাশ্যে) এই তো পুরুষ-চরিত্র! চিত্তচোর! যে শঙ্করের তরে এত উৎকণ্ঠিত, তাঁকে এরি মধ্যে ভুলে গেলে?

নারা। প্রিয়ে! ভোলাকে কি ভুল্‌তে পারি? আমি ভোলার পাগল পাগল ভাব বড়ই ভালবাসি। তবে প্রেয়সি! সঙ্গে যাবে কি?

লক্ষ্মী। প্রিয়তম! সাক্ষাৎ ধর্ম্মের প্রকটমূর্ত্তি শঙ্কর সন্দর্শনে যখন যাবে, তখন তোমার সহধর্ম্মিণী শ্রীপদসঙ্গিনী কেন হবে না? সহধর্ম্মিণী সহ-ধর্ম্মিণীই বটে, সহপাপিনী তো নয়!

নারা। তবে এসো।

লক্ষ্মী। দাসীতো প্রস্তুত!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অভ্রস্পর্শী পর্ব্বত

মহাদেব ও ভগবতীর
প্রবেশ।

মহা। (স্বগত) তাইত! সুধাংশুবদনা বিনে, বিষপায়ী পাগল ভোলাকে এমন সুধার ধারা আর কে বিতরণ ক'র্ব্বে? (ভগবতীর প্রতি) সুধাননে! তোমার সুধাননের সুধাসিক্ত জীবনতোষিণী আশ্বাসবাণীতে তৃপ্ত হ'লেম। সেই বৈকুণ্ঠবিহারী শ্যামজলদের করুণা-জলধারা পতনের বিলম্ব নেই তো? সচ্চিদানন্দ সন্দর্শনের সাধ আজই পূর্ণ হবে তো?

ভগ। (স্বগত) আহা! যার ভাবে আমি পাগলিনী, সেই পাগল ভবের পাগল পাগল ভাব কেমন মধুর!

মহা। সুভাষিণি! তোমার অমৃতময়ভাষে অধমকে বঞ্চিত কল্লে কেন? তোমার এ নীরবতার ভাব কি? কই, কিছুই যে ব'লছ না?

ভগ। কি বল্‌বো নাথ?—যা' বল্‌বার, তা' পূর্ব্বেই ব'লেছি। তোমার ভাব দেখে, দাসীর এখন বড়ই ভাবনা হচ্চে। পতি! কেন আজ এই অভাবনীয় অভিনব ভাবে মুগ্ধ হ'য়েছ?

মহা। ভাবিনি! কি বল্লে? ভবের ভাব দেখে ভাবনা? ঘোরলম্পটা-চারী বিলাসী হ'তে, ভোগস্পৃহা বিরত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত, সকলেই ভালবাসার দাস। বস্তুতঃ প্রণয়ের ছায়া, প্রেমের বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ প্রতিভাসিত না হ'লে জীবহৃদয় মরুময় এবং সংসার চিরজড়ত্বের আবাসভূমিতে পরিণত হ'তো। আমিও প্রেমের দাস; যে প্রেমময় শ্রীহরির পরম প্রেমে পাগল হ'য়ে আমি শ্মশানচারী, আজ তাঁরই তরে এত উধাও হ'য়েছি।

ভগ। ভাবের প্রাদুর্ভাব ব'লে বোধ হচ্চে যে? যার তরে স্বর্ণসৌধ পরিহার ক'রে, শ্মশানে শ্মশানে উদাসীন সেজে পরিভ্রমণ করো, তাঁর তরে এমন ভাব তো কখনও দেখি-নি!

মহা। সতি! ঘন-ঘটা-সমাচ্ছন্ন ঘোর প্রভঞ্জনের সূত্রপাতে যেমন প্রকৃতির চঞ্চল-নিস্তব্ধ-ভাব, আমার এই চঞ্চলতাময়-নিস্তব্ধ-ভাবটিও তদ্রূপ কোন ঘটনা-ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

(নেপথ্যে গীত)

এক বৃন্তে দুটী কুসুম আমি বড় ভালবাসি।
ফুলে ফুলে ঢলাঢলি, প্রাণে প্রাণে মেশামেশী।

ভগ। নাথ! অদূরে এমন মধুর গীত কে গাইছে?

মহা। কিন্নরী-কণ্ঠ-নিঃসৃত গীত ব'লে বোধ হচ্ছে।

সরলতা, কোমলতা, প্রেম, প্রীতি, পবিত্রতা,
একাধারে সতত বিরাজে;—
সমানে মিলন এমন, কে দেখেছ ভবে কখন?
আহা মরি! বলিহারি! সুজন-প্রাণে সরল হাসি।

(লক্ষ্মী ও নারায়ণের প্রবেশ)

নারা। (দূর হইতে) একি! বাঞ্ছিতধন যে আমার সম্মুখে

মহা। (স্বগত) এও কি স্বপ্ন? না ভ্রান্তি? সুস্থিরসৌদামিনীসমে

সত্য সত্যই কি সজলজলদবরণ শ্যাম-মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্চি? তাইত! যাঁকে জ্ঞাননেত্রে নিরন্তরই আমার অন্তর-রাজ্যে বিরাজ ক'ত্তে দেখি, তিনিই আমার সম্মুখে! এস, এস প্রভো! হরিবোল!—হরিবোল!—হরিবোল!

নারা। জয় শিবশম্ভো!—জয় শিবশম্ভো!—জয় স্বয়ম্ভূশম্ভো! দেব! দাসকে যেমন দেখা দিয়ে সুখী ক'ল্লে, তেম্‌নি কৃপা ক'রে চরণধূলো প্রদানে চরিতার্থ করো (প্রণামোদ্যত)।

মহা। (বাধা দিয়া) লীলাময়! তোমার লীলাও যেমন বিচিত্র, রূপও তেম্‌নি সুচিত্র; আবার কথাগুলিও শিখেছ রূপ ও লীলার অনুযায়ী বিচিত্র! তা' নইলে, 'তুমি দাস, আমি প্রভু'—এ সব কথা, এ সব ছলনা, কেশব, কোথায় শিখেছ? তোমার ছেলে-ভুলানো খেলা, অপরের সহিত খেলো! ভোলা এতে ভুল্‌বে না।

নারা। দেখ ভোলানাথ! তুমি ভোলা, আমি কালা; যে নিজে ভোলা, সে কি অপরকে ভুলাতে পারে? আমি কালা ব'লে বুঝি আমায় সহজ কথায় ভুলাতে চাও! এ কালা কালা নয়; হর যেমন হরিবোলা, হরিও তেম্‌নি হরবোলা।

মহা। দেখ কালা! আমি কি একা ভোলা? তোমার ত্রিভুবন ভোলা! তুমি আবার ভোলার কথায় ভুলবে? মৃত্যুঞ্জয়-শিরোবিহারিণী কলুষনাশিনী কল্লোলিনী গঙ্গা তোমার ঐ রাতুলচরণোদ্ভবা; তুমি সেই গঙ্গাধরকে প্রণাম ক'র্ব্বে? মায়াময়! এ কি তোমার মায়া নয়? তুমি যে এই অধম শিবেরই প্রণম্য!! দাও, দাও, পদধূলি দাও; যে চরণে দ্রবময়ীর উদ্ভব, সেই চরণ-ধূলি কপালে মেখে কৃতার্থ হই। (প্রণাম)

নারা। আমিও প্রণাম ক'চ্চি, আশীর্ব্বাদ করো। (প্রণাম)

ভগ। (স্বগত) এও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! জগৎ! হরিহরে কি সম্পর্ক—জ্ঞানের নয়ন উন্মীলন ক'রে অভ্রান্তচিত্তে দেখ; দেখে মনের অন্ধকার দূর করো!

নারা। কৈলাসনাথ! এ সময় কৈলাস পরিত্যাগ ক'রে শঙ্করী সঙ্গে কোথায় গমন ক'চ্চো?

মহা। আজ নিদ্রাবেশে কমলার পাশে, তোমার নব-নীরদ-নিন্দিত নীলসুঠামতনু, দেখে, বহুদিনের বাসনা পূরণের সুযোগ পেয়ে, তোমায় মনোসাধে যেন পূজো ক'ল্লেম; কিন্তু কেশব! ক্ষণকাল পরে সব লুকালো! সাধের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে সাধের ধন নীলকান্তমণি মরুভূমের আশামরীচিকার ন্যায় অন্তর্হিত হ'লো! তাই তোমার মদনমোহন রূপ দেখ্‌বো ব'লে বৈকুণ্ঠে গমন ক'চ্চি।

নারা। কি শুনালে শঙ্কর?—বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেম! আমিও বৈকুণ্ঠে পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত ছিলেম; স্বপ্নাবেশে সৌন্দর্য্যময়ী শক্তি সনে তোমার অশিববিনাশকারী শিবরূপ বৈকুণ্ঠে বিরাজ ক'চ্চে দেখ্‌লেম; তন্দ্রা ভেঙ্গে গেলে আর দেখ্‌তে পেলেম না! তাই তোমার দর্শনমানসে কৈলাসে গমন ক'চ্চি।

মহা। একান্ত মনে কামনা ক'ল্লে, প্রার্থী অনেক সময় অভীপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে। আমাদের উভয়েরই মনই তুল্য; আমিও তোমাকে দেখ্‌তে ব্যাকুল, তুমিও আমার তরে আকুল; সুতরাং এতাদৃশ দৈববিবেচিত ঘটনায় সাক্ষাৎ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

নার। দয়াময়! তবে এখন দয়া ক'রে দাসের নিবাসে পদধূলি দিন; বৈকুণ্ঠধাম পবিত্র হবে,—এ দাসও চরিতার্থ হবে।

মহা। যিনি ক্ষমতাসত্ত্বেও অক্ষমকে ক্ষমা করেন, তিনি যেমন মহৎ ক্ষমতাবান!—যিনি জ্ঞানী হয়েও নিজকে নিতান্ত অজ্ঞ ব'লে প্রকাশ করেন, তিনি যেমন মহাজ্ঞানী!—মনস্বী হয়েও যিনি আপনাকে ক্ষুদ্রমনাঃ বলেন, তিনি যেমন মহামনস্বী! সেইরূপ সহস্র দাসের প্রভু হয়ে, সহস্র লোকের উপর আধিপত্য ক'রে, নিজকে নিতান্ত অধীন ও দাসানুদাস ব'লে স্বীকার করা, এই ঐশ্বর্য্যাভিমানী জগতে তার পক্ষে মহত্ত্ব-পরিচায়ক! কিন্তু,

সহস্র সহস্র সম্রাট্ ভূষিত বিশ্বের একমাত্র অধীশ্বর হয়ে এরূপ কথার অবতারণা করা, উপহাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। লীলাময়! যে শঙ্কর তোমার তরে শ্মশানচারী, তুমি কি সেই শঙ্করের দাস? এ নিশ্চয়ই উপহাস! অনন্ত! অচ্যুত! ধাতা হয়ে আশ্রিতের সঙ্গে একি ছলনা? যে গুণে তোমার একটি নাম পতিতপাবন, সেই গুণে আজ এ নির্গুণের কৈলাসকানন পবিত্র করো—ভিখারী শঙ্করের এই ভিক্ষা!

নারা। প্রভো! যাঁর জন্য যে পাগলপ্রাণ, যাঁকে দেখ্‌বে ব'লে যে আশা-উৎফুল্লিত-নেত্র! যাঁর কথা শুন্‌বে ব'লে যে উৎকণ্ঠিত! তাঁর কি তেমন অনুগ্রহ-ভিখারীকে ভাঁড়ানো উচিত? আমি-তো অনেকদিন হ'তে জানি যে, ভোলানাথ আমার গুরু; ভোলানাথ আমার জীবনসর্ব্বস্ব, হৃদয়সর্ব্বস্ব; ভোলা আমার নামে ভোলা, আমি ভোলার ভাবে ভোলা। অতএব আর ভাঁড়াওনা, আর মিছে ভুলান ভুলাওনা, ছলনা পরিহার ক'রে একবার যুগল পদরজে পূত বৈকুণ্ঠধাম সুপবিত্র করো।

মহা। প্রভো! ছলনা ক'ত্তে আমি জানিনে; ছলাখেলা তোমারি কর্ম্ম! ছলনা ভিন্ন তোমার কখনো কোনো কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। বলিকে ছলনা ক'রে পাতালে নিয়ে তার দ্বারে দ্বারী হয়েচ!—ধ্রুবের "কোথা পদ্ম-পলাশাক্ষ হরি" ধ্বনি শুনে ঠিক্ থাক্‌তে পাচ্চ না, তবু তাকে ছলার ছলে শার্দ্দূল সেজেছ!—পাতালে কপিল ঋষি সেজে সাগরসন্তানকে বিদগ্ধ ক'রে ছলে তোমার মাহাত্ম্য বাড়াবে ব'লে স্বীয় পদোদ্ভূত পবিত্র সলিলে তাদের উদ্ধার সাধন ক'ল্লে! আজ আবার শিবকে ছলনা ক'ত্তে একি ছলা পেতেছ? কালোবরণ! তোমার একটি নাম যে কালা, সে রং কালা ব'লে নয়, বস্তুতই তুমি কালা! আমি আজ হ'তে তোমায় আরও একটি নামে অভিহিত ক'ল্লেম, সে নামটি 'চক্ষুহীন'।

নারা। আহা! শঙ্করের সুধামাখা আহ্বানে বড়ই তৃপ্ত হচ্চি! প্রভো! যদি অপরাধী হ'য়ে থাকি, তবে আরও যা' ব'লে সুখী, বলুন।

যে মুখে অবিরাম ভ্রমর-গুঞ্জনবৎ গুন্ গুন্ স্বরে হরির নাম ধ্বনিত হয়, সে মুখের স্নেহময় তিরস্কার হরির বড়ই আরাধ্য বস্তু।

মহা। মুরারি! অন্যায় তো কিছুই ব'ল্‌চিনে! তোমার চক্ষুকর্ণ থাক্‌লে কি, দীনদুঃখীরা যাতনা পেতো—না, এই ভিখারী শঙ্কর শ্মশানে মশানে তোমার সাধনা ক'রেও তোমাকর্ত্তৃক এত ছলিত হ'তো? তুমি না কাঙ্গালের ঠাকুর, ব্যথিতের ব্যথাহারী? তুমি না দয়াময়, দীনবন্ধু; শরণাগত-প্রতিপালক, পতিতপাবন? যদি তাই হবে, তবে কৈলাসে যেতে এত নিঠুর, নির্ম্মম কেন হ'লে? বুঝেচি হরি! তুমি অভক্তের অরি; ভক্তের ভক্তিমূলে বাঁধা শ্রীহরি! তাই এ দাসকে এত নিগ্রহ প্রদান ক'চ্চো। (নেপথ্যে বিশেষ দৃষ্টিপূর্ব্বক) কেও? নারদ আস্‌চে নয়?

নারা। হাঁ, তারই কণ্ঠস্বর শুনা যাচ্চে বটে।

নেপথ্যে নারদ— (তিলকামোদ—ঝাপ) *

মায়ামোহে ভ্রান্তমন, সে ধন ভুলিলে।
হেলাতে রতনে বঞ্চিত রহিলে!
ভজ পীতাম্বর, চন্দ্রচূড়, অভেদ ভাবিয়ে;
দূর ভ্রান্তি, পরমশান্তি, পাবে উভয় কালে,
রবে না ত্রিতাপ-ভীতি কি ক'র্‌বে কালে?
(গাইতে গাইতে নারদের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ *। নারদ! মঙ্গল তো?

নারদ। (সকলকে প্রণাম করিয়া) যিনি নিজে মঙ্গলময়, যাঁর ইচ্ছাও মঙ্গলময়, সেই জগদীশ্বরের রাজ্যে বাস ক'ল্লে আর অমঙ্গল কোথায়?
"যত অমঙ্গল, সকলি মঙ্গল!"

---

* সুর—"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।"

মহা। নারদ! এই ভবের হাটে, ধর্ম্মের ব্যবসায়, তুমি যেমন একজন শ্রেষ্ঠ দালাল, তেম্‌নি বিবাহের ঘট্‌কালীতেও তুমি সুপ্রবীণ; আবার কি বিবাদ বাঁধিয়ে দেওয়াতে, কিংবা বিবাদের মধ্যস্থতায়, তোমার তুল্য দ্বিতীয় সংসারে কেউ নেই। তজ্জন্যই বল্‌চি; আজ আমাদের মিষ্টিরকমের একটি বিবাদ বেঁধেছে ঃ—

নারদ। 'মিষ্টি-বিবাদ!'—ব'ল্‌চেন কি? টকমাখা বিবাদ পরে পরে; মিষ্টিমাখা বিবাদ তো ঘরে ঘরে। ক্ষমা করুন্‌, মিষ্টি-বিবাদের মধ্যস্থতায় আমায় নিয়োগ ক'র্ব্বেন না।

মহা। ঘরে ঘরে নয়; কথাটা হ'য়েচে আমাতে আর নারায়ণে।

নারদ। নীলকণ্ঠ আর নারায়ণে? ঘরে ঘরে নয় তো কি! কিন্তু কেশব! তোমার সে মোহিনীমূর্ত্তি কই? যেরূপে ভোলাকে ভুলিয়েছিলে, পাগলকে পাগল ক'রেছিলে, তোমার সেই মুনি-মনোমোহন 'মোহিনী' মূর্ত্তি কই হে মুরারি! এ যে তোমার পীতকৌষেয় বসন পরা, বৈকুণ্ঠের রূপ! তোমার মোহিনীরূপে মহাদেব সনে বিবাদ না ক'ল্লে যে ভবের বাক্য মিথ্যা হয়—মিষ্টিমাখা কলহ হয় না! ও—বুঝেচি! কমলা আর ভবানীই মোহিনীর 'ত্রিলোচন-মোহিনী' মূর্ত্তির অন্তরায় হয়েছেন! কেমন, তাই নয়?

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ! বারবনিতাদের অন্তঃকরণ যেমন তীব্র বিষের খনি, বাইরে সরলতা দেখান একচেটে ব্যবসায়; ছলনা বই যেমন তাদের অন্য ব্যবহার শিক্ষা বা সম্বল নেই!—সতী যেমন পতি ভিন্ন অন্য কিছু জানে না; দিবানিশি পতি ধ্যান, পতি জ্ঞান, পতিই পরমোপাস্য দেবতা!—জল যেমন নীচু বিনে উচু দিকে কখনো ধাবিত হয় না; যেস্থান গভীর, অগ্রে সেই স্থানই পূর্ণ করে!—হিংসুকের স্বভাব যেমন

* নারদ ও নারায়ণের কথোপকথন স্থলে, নারায়ণের অভিনয়াংশ 'শ্রীকৃষ্ণের' উল্লিখিত হইল।

পর-নিন্দা, পরানিষ্ট কিসে হয়, সেই চিন্তা; পরের ভাল দেক্‌লে জ্ব'লে প্যুড়ে মরে, তেম্‌নি তুমিও কৌতুক আর কলহ বই অন্য কিছু জান না। এখন রসিকতা রেখে দিয়ে ত্বরায় মধ্যস্থতায় নিয়োজিত হ'য়ে ব্যাকুলতা দূর করো।

নারদ। নটচূড়ামণি! শুধু বারবিলাসিনীকে দূষ্‌ছ কেন? ছলনা তোমাদেরই একচেটে ব্যবসায়। অর্থপ্রাপ্তির ব্যাঘাত হ'লে কি বারাঙ্গনাদের ছলনাময়ী ভালবাসা বা স্নেহময়ী ছলনা থাকে? এ দোষ বেশ্যাদের দেওয়া অন্যায়, দোষ টাকার। টাকায় ছলনা কিনে ছলনা শিক্ষা হয়; অনর্থকরী অর্থে কি না হয়? তোমরাই তিন-বেলা ছলনায় মত্ত! আশ্রিত, অনুগৃহীত, বাধিত, দেখ্‌লেই তার সঙ্গে ছলনা ক'রে থাক! ভক্তের কাতরাহ্বানে দেখা না দিয়ে থাক্‌তে পাচ্চ না; কিন্তু দেখা দিবে না ব'লে তার সঙ্গে তখনো ছলনা ক'চ্চো! স্বয়ং শঠশিরোমণি হ'য়ে অনর্থক বারাঙ্গনাকে নিন্দা কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। সেকি দেবর্ষে! বারবিলাসিনীদের নিন্দায় যে বড়ই কষ্ট হচ্চে?

নারদ। কষ্ট হবে না? যে ভাল, তাকে তো সকলেই ভালবাসে, কিন্তু যে মন্দকে ভালবাসে, তার ভালবাসাই প্রশংসার্হ! সাধনার জোরে যারা উদ্ধার হয়, তাদের উদ্ধারে তোমাদের মহত্ত্ব কি? অসাধু, অধমের উদ্ধারেই তোমাদের দয়াবল প্রকাশ পায়! (মহাদেবের প্রতি) আশুতোষ! অসময়ে রসময়ের সঙ্গে এমন অপূর্ব্ব সম্মিলনের কারণ কি? অনাদিদেব হ'য়ে দু'জনে, কি কারণে কোন্ বিবাদে নিযুক্ত?

মহা। নারদ! আজ আমি আর বৈকুণ্ঠনাথ পরস্পর পরস্পরকে স্বপ্নে দেখে, উভয়ে উভয়ের সন্দর্শন মানসে, কেশব কৈলাসে গমন ক'চ্ছিলেন, আমি বৈকুণ্ঠে যাচ্ছিলেম। পথিমধ্যে আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া-তেই এই অপূর্ব্ব সম্মিলন! আমি হরিকে কৈলাসে যেতে অনুরোধ ক'চ্চি; হরি আমাকে বৈকুণ্ঠে যেতে ব'ল্‌চেন। নারদ! আমাদের কে

কোথা যাবেন, কার কথা কে রক্ষা করি, এই মীমাংসাটি ক'রে দাও।

নারা। 'থাকিয়া অগাধ জলে মৃত্যু পিপাসায়!' ত্রিলোচন! যেখানে আপনাদের উভয়েরই শক্তিসনাতনী, অদ্ধাঙ্গভাগিনী, সহধর্ম্মিণী বিদ্যমান, সেখানে নারদকে সুধান কর্ত্তব্য ব'লে বোধ করি না। নারায়ণী অথবা ত্রিলোচনীই বলুন।

মহা। ভাল, তাই হবে। কমলে! তুমিই বল, কে কোথায় যাবেন।

লক্ষ্মী। এ সঙ্কটময় সমস্যার নির্ণয় সঙ্কটহারিণী শঙ্করীই করুন্।

নারা। আচ্ছা, শঙ্করীই বলুন, কে কোথায় যাবেন!

ভগ। (স্বগত) তাইত! কি বলি? উভয়ে যেরূপ প্রণয় দেখ্‌ছি, তাতে কে যে কোথা যাবেন, কিছুই ঠিক ক'ত্তে পাচ্ছিনে। (প্রকাশ্যে) দেবেশদ্বয়! আজ আপনাদের উভয়ের সৌহার্দ্দ সন্দর্শনে আমার প্রতীতি হ'চ্ছে, আপনাদের আত্মা বিভিন্ন নয়, শরীর-ই বিভিন্ন; আমার বিশ্বাস, আপনাদের একের প্রতি বিদ্বেষ করা আর উভয়ের প্রতি বিদ্বেষ করা সমান; তবে দেব! কেন আপনাদের ভেদ প্রদর্শন করায়ে মধ্যস্থের অন্তঃকরণ আকুলিত ক'চ্ছেন? ভবানী বিদ্যমানে এসব ভাবের অবতারণা করা, বিড়ম্বনা বই ত নয়? আমার মতে কারো কোথাও যাবার প্রয়োজন নেই; সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন্।

নারদ। ত্রিলোচনি! বিশ্বেশ্বর-প্রিয়া বিশ্বব্যাপিনি! ত্রিলোক-তারিণী হ'য়ে তবে কেন মা এই পরিত্রাণোপায় জ্ঞান লাভে—'যেই হরি, সেই হর' এই পরম হিতকর উপদেশোচিত কার্য্যে তোমাদের মহাভ্রান্ত তনয়-নিচয়কে বঞ্চিত রেখেছ? ঊর্ম্মিমালা যেমন গৌরবে কিয়ৎক্ষণ বক্ষঃ স্ফীত ক'রে জলগর্ভেই বিলয় পায়—বিদ্যুল্লতা যেমন মুহূর্ত্তমাত্র প্রভা প্রকাশ পূর্ব্বক নবজলধর সমূহে অন্তর্হিত হয়—নশ্বর মানবও তেম্‌নি নশ্বর জগতে কিয়ৎকাল লীলা-খেলা খেলে, অচিরাৎ অনন্ত-স্রোতে বিলীন হয়। এই অপূর্ণ ও অস্থায়ী মানবগণ জ্ঞান ও কর্ম্মের সম্মিলন সাহায্যেই মোক্ষলাভের

অধিকারী হ'য়ে থাকে! তবে মা! ধর্ম্মধ্বজী মহাভ্রান্ত মানব-নিচয়ের নিস্তারের উপায় কি? তারা ত জ্ঞানহীন! শুধু কর্ম্মের সাহায্যে কেমন ক'রে উদ্ধার পাবে?

ভগ। দেবর্ষে! যে পুষ্পে দেবতার অধিকার নেই, সে কি পুষ্প?—যে ঔষধে ব্যাধিকে নিঃশেষ ক'র্ত্তে পারে না, সে কি ঔষধ?—যে জন রোগ-প্রবাস-ঋণ-বর্জ্জিত নয়, সেই কি সুখী? তদ্রূপ, যে কর্ম্ম জ্ঞানের সাহায্যে সম্পাদিত নয়, সেকি কর্ম্ম? জাতিহীনের লজ্জা, ঘৃতশূন্য যজ্ঞ, প্রাণ-শূন্য দেহ, গৃহিণীশূন্য গৃহ যেরূপ শোভাহীন, নিষ্প্রভ ও বিফল, অভেদাত্মা হরিহরে ভেদজ্ঞ সাধকগণের সাধনাও তদ্রূপ নিষ্ফল!—পরন্তু, তাদের ভণ্ডামিপূর্ণ সাধনার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ নিরয়-যাতনা অবশ্যম্ভাবী! যারা শান্তির বিমল-ক্রোড়ে শায়িত থাকৃতে ইচ্ছুক, তাদের মনের দ্বিধা দূর করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য! যে বেদব্যাস ব্যাস-কাশীর প্রতিষ্ঠাতা,—অনভিজ্ঞ, ধর্ম্মমূঢ় ব্যক্তিগণের অপূর্ব্ব জ্ঞানাঙ্কুশ "দেবীভাগবত" সেই বেদ-ব্যাসেরই অমৃতস্রাবিণী-লেখনী-নিঃসৃত! তাই ব'ল্‌চি, দেবর্ষে! তুমিও দেখ্‌লে;—জগৎ! তুমিও আজ হরিহরের অপূর্ব্ব মিলন-রহস্য জ্ঞাত হ'লে; সুতরাং সাবধান হও! কেউ ব্যাসাদির ন্যায় ভ্রমে পতিত হ'য়ে থাকৃলে, এই বার সে ভ্রম দূর করো;—পরিত্রাণপথ জ্ঞাননেত্রে পরিষ্কার প্রতিফলিত হবে! (মহা-দেবের প্রতি) স্বামিন্! এখন আপনার অন্তর্-রাজ্যের রাজা রাজীবলোচনের নিকট বিদায় গ্রহণে আপত্তি নেই তো?

মহা। না প্রিয়ে! যেতে আপত্তি নেই, চল যাই। (নারায়ণের প্রতি) পীতবসন! আজ আকিঞ্চন অনুযায়ী দর্শন পেয়ে যেমন চরিতার্থ হ'লেম, আমরণ যেন এম্‌নি ভাবে চরণ-ধূলো পাই।

শ্রীকৃষ্ণ। আশুতোষ! আমিও আপনার কথার প্রতিধ্বনি ক'ল্লেম।

[মহাদেব ও ভগবতীর প্রস্থান।

(নারদের প্রতি) নারদ ! কি আশায় আর এখানে রই ? যাঁর তরে আসা, তাঁর আশাতো ফুরালো !—এখন আমাকে লয়ে বৈকুণ্ঠে চলো। আমি পথ চিনিনে ; তুমি অগ্রে গমন কর, আমরা তোমার সাথে যাই।

নারদ। (সহাস্থে) হরিহে ! একি কথা ব'ল্চ ? তোমায় আবার পথ চেনাতে হবে ; যাঁর নামের মহিমায় কত অন্ধ আঁতুর পর্য্যন্ত পথ পায়, সেই বিপদহারী শ্রীমধুসূদন হরিকে এই অকৃতী দাসানুদাস পথ চেনাবে ? হরি ! আশ্রিতের সঙ্গে একি ছলনা ? ভাল, পথ চিননি, তবে এলে কি ক'রে ?

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ ! আমি কি তোমায় মিছে ব'ল্চি ? ভবের ভাবে বিভোর হ'য়ে, তন্ময়চিত্তে কোথায় কি ভাবে ছুটে এসেছি, এখন কিছুই ঠিক্ পাচ্চিনে ; তাই তোমায় সাথে নিয়ে যেতে অনুরোধ ক'চ্চি।

লক্ষ্মী। ত্রিভঙ্গের রঙ্গ দেখ ! এক রঙ্গ দেখেছি, নীরনিধিতীরে ; আর এক রঙ্গ আজ ভূধরে। নিখিল-কারণ হ'য়ে এসব ভাব কি কারণে ?

নারদ। মাগো ! ভবের বিদায়ে আপনার ভবেশ-মুগ্ধ প্রাণেশ বড়ই ক্ষুব্ধ হ'য়েচেন। সাবধান ! নারায়ণ শৈলমাঝে মূর্চ্ছিত হ'লে শেষে বা আপনাকে 'গুরুদশাপন্ন' হ'তে হয় ?

লক্ষ্মী। ছিঃ, দেবর্ষে ! ঐ বড় আপনার দোষ !!

নারদ। কেন মা ! কেন মা ! আপনার শ্রীনিবাস-ই তো জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের গুরু, পিতা ও পতি ; আপনি কি তবে জগৎব্রহ্মাণ্ড ছাড়া ? বিশেষতঃ রমণীজাতির একমাত্র অবলম্বন পতি—পরমভক্তিভাজন মহাগুরু। এই পতি ইহলোকে একাধারে শিক্ষাগুরু, পালকগুরু ও প্রণয়গুরু রূপে পত্নীকে সুখদুঃখের অধিকারিণী ক'রে থাকেন। স্বার্থপর, কুটিল, কুচক্রী, নিষ্ঠুর পিশাচদের ক্রীড়াক্ষেত্র সংসার-খেলা সাঙ্গ হ'লে, সেই শেষের দিনও ঘোর উত্তাল-তরঙ্গময় সুবিশাল-ভবসমুদ্রে পতিভক্তিই অবলাগণের পারের পারাণী বিশেষ। যিনি এমন গুরু, তদীয় অভাব কি 'মহাগুরু-নিপাতের' মধ্যে গণনীয় হ'তে পারে না ?

লক্ষ্মী। দেবর্ষে! আমি তার্কিক নই, সুতরাং তর্কের ধার ধারিনে। আমি এইমাত্র জানি—

মনোরাজ্য করি অধিকার,
প্রাণময়, জ্ঞানময়, হ'য়েছে যে জন,
তিলেক বিচ্ছেদে যাঁর জীবনে মরণ;
অজস্র কঠোর বাক্য করুক্ বর্ষণ,
তথাপি যাহারে হেরি জুড়ায় জীবন;
বিয়োগ কি আছে হে তাহার?
মনোরাজ্য যার অধিকার।
সকল ভুলিয়া যাই বারেক দেখিলে;
তবু সুখী হ'য়ে থাকি চরণে দলিলে;
মানসে প্রার্থনা করি মনপ্রাণ খুলি,
এ ভাবেও পাই যেন ও চরণ-ধূলি;
বিয়োগ কি আছে হে তাহার?
মনোরাজ্য যার অধিকার।
ব'লোনা সতীরে কভু 'প্রাণেশ-নিপাত,'
ক'রোনা শমন তার প্রাণেশে আঘাত;
সকলি সহিবে সাধ্বী কোটি বজ্রপাত;
আঁধার ব্রহ্মাণ্ড হৃদে হ'লে প্রতিভাত—
বিয়োগান্ত জীবনে তাহার;
মনোরাজ্য যার অধিকার।

নারদ। নারায়ণি! তোমার পতিভক্তি অতুলনীয়। তোমার মতন পতিপ্রাণা পত্নী যার অঙ্কশায়িনী, সহস্র অভাবসত্ত্বেও তার কিসের অভাব? আশীর্ব্বাদ করো মা, জগতে যেন পতিপ্রাণা সাধ্বী অপ্রতুল না হয়! যে দিন হবে, আমার মনে হয়, সেই দিনই যুগান্তর ঘটবে। কিন্তু মা!

নারায়ণ তোমাকে তো আর শ্রীপদে দলিত করেন না! যদি সরস্বতীর হ'য়ে মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করেন, তখন কি মা, পদাঘাতের প্রত্যাশা অটুট থাকবে?

লক্ষ্মী। যিনি শ্রীপতি, তিনিও যদি ইহাই পতির কার্য্য ব'লে জানেন, তখন নীরদ-সোহাগিনী, তৃষাতুরা-চাতকীর আদর্শই আমার অবলম্বনীয়!

[ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ।]

সঘনে গরজি ঘন, শিলাবজ্র বরষিছে।
তবু দেখ চাতকিনী ঘনপানে চেয়ে আছে।
ধরাতলে সুবিমল,
থাকিতে অগাধ জল,
মেঘ-জীবনে কেবল, কেন জীবন রাখিছে?
চাতকিনী একগত,
শিলাবজ্র স'য়ে কত,
তবু যে হৃদয়নাথ, তার-ই করুণা যাচিছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—বৈকুণ্ঠ-কানন।

সুদৃশ্য লতিকাকুঞ্জে, পুষ্পে সজ্জিত রত্নাসনে,
শ্রীশ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ যুগলরূপে উপবিষ্ট।

নারা। [খাম্বাজ-আদ্ধা। *]

কি কহিবে প্রিয়তমে কহনা প্রকাশি।
সুধাময় তব কথা বড় ভালবাসি।

লক্ষ্মী। বলিতে শ্রীকান্তে, কান্তা পদপ্রান্তে,

নারা। তবে লো কহিতে কথা ক্ষান্ত কেন ভ্রান্তে ?
বল প্রাণ আমি তোমার ;

লক্ষ্মী। বলি তবে দোষ হ'লে মনে রেখো এ দাসী।
(তা'হ'লেই প্রিয়তম কহিব প্রকাশি।)

নারা। সেকি কথা প্রিয়ে! যে কথা ব'ল্লে দোষ হবে, পতিকে তেমন কথা কেন ব'ল্‌বে? তা হ'লে তো প্রণয়িনী ব'লে উপেক্ষণীয়া

---

* সুর—"দেখ এসে অনুস্বয়ে কি সুন্দর মরি,
গড়িয়ে পড়িছে আহা যৌবন মাধুরী!"

হ'তে পার্ব্বে না! তখন তোমায় আজন্মের তরে, আমার হৃদয়-কারা-গারে, অবিনশ্বর প্রেম-রজ্জুতে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌ব!—আর যার অতুল প্রভাবে অঘটনই সংঘটিত হয়, সেই প্রতুল পরাক্রমী 'রূপজ-মোহ' প্রহরীস্বরূপ স্মৃতি-দ্বারে অধিষ্ঠিত থাক্‌বে। অয়ি সুহাস্! স্বামীকে পত্নীর অনুচিত বাক্য বলার শাস্তি এই 'অপূর্ব্ব-কারাবাস'!!

লক্ষ্মী। হৃদয়নিধি! দুঃখিনী-দাসীকে হৃদয়ে না রাখ, চরণে রেখো। দেখো, "না লইও অপযশ বঞ্চিয়ে আমায়।"—এই ভিক্ষা ও রাতুল পায়।

নারা। সুধাংশুবদনে! একে তো সুরাসুর কর্ত্তৃক সাগর-মন্থনের সময় সুধাংশুসনে তোমার উৎপত্তি!—আবার দানবভয়ে সুরগণ হয় তো সমস্ত সুধাই তোমার ঐ বিমল মুখ-কমলে লুকায়েছিলেন; নতুবা,—আমরি প্রিয়ে! এমন সুধাসিক্ত কথা কোথায় শিখেছ? কি ব'ল্‌বে, বলো; তোমার পীযূষপ্রবাহিণী, প্রাণতোষিণী কাহিনী শ্রবণে, শ্রবণ চরিতার্থ করি।

লক্ষ্মী। হে কালাতীত, ত্রিকালজ্ঞ! কিছুই যখন তোমার অবিদিত নেই, তখন এ অধিনীর মনের ভাবও বেশ বুঝ্‌তে পেরেছ!—বেদ-বিধি-প্রকাশক মহর্ষিগণ ব'লেছেন—নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে মূর্ত্তিমতী করুণাময়ী জননীই সকলের অপেক্ষা পূজনীয়া!—স্নেহময় পুত্র প্রাণের অধিক প্রিয় এবং সুহৃৎস্বজনদিগের মধ্যে প্রেমময়ী প্রেয়সীই প্রাণ-প্রিয়তমা!—তজ্জন্য এবং অধিনীর প্রতি তোমার অপার করুণা সন্দর্শনে—প্রাণেশ! মুখরাকে মাপ ক'রো—আমার প্রতীতি ছিল, আমিই তোমার অধিকতম প্রিয়! কিন্তু ভবের সঙ্গে তোমার ভাবের প্রাদুর্ভাব দেখে, আমার ভ্রান্ত-মনো-ভাবের তিরোধান হ'য়েচে। তাই সুধাই, শঙ্করাপেক্ষা আর কেউ তোমার অধিক প্রিয় আছে কি না? কেমন! বীণাপাণি বুঝি?

নারা। যদি তাই বলি?

লক্ষ্মী। তবে সে পরম সৌভাগ্যবতী!

নারা। আর তুমি?

লক্ষ্মী। আমি মন্দভাগিনী, ভিখারিণী!

নারা। (সস্নেহ দৃষ্টিতে থাকিয়া) ভাল প্রিয়ে! যথার্থই কি জান্‌তে পেরেছ—তোমাপেক্ষা শঙ্করকে আমি ভালবাসি?

লক্ষ্মী। যথার্থই জেনেছি। প্রাণেশ্বর! স্ত্রীজাতিকে এ সম্বন্ধে বলার অপেক্ষা করে না। স্ত্রী কেন,—যাদের হৃদয়ের ভালবাসা বেশী, তারা প্রণয়ীর হৃদয়-তত্ত্ব সহজেই উপলব্ধি ক'ত্তে পারে। পতিব্রতার পতি-প্রেম জগতে অতুলনীয়! তাই আমরা আমাদের স্বামীকে একমাত্র হৃদয়স্পর্শী লক্ষ্যদ্বারা সহজেই মনচোর কি প্রাণচোর, এ সব বুঝে নিতে পারি! কেন হৃদয়েশ! তোমার হৃদয়ের ভাব কি বুঝি নি?

[বাগেশ্রী—আড়াঠেকা। *]

সরল অন্তরে বল,—কারে নাথ ভালবাস?
শুনিতে কাতরা দাসী,
কেন হে মুচকি হাসি?
জপি সে নাম দিবানিশি,—মিটাব মনের আশ।
প্রাণেশ! কিছুই না চাই,
প্রতিদান যেন পাই,
সুখে থাকো, পায়ে রেখো; সুখে থাক্ যাহারে তোষ।

নারা। সৌম্যে! শঙ্করের সমকক্ষ প্রিয় বিশ্বমণ্ডলে আর কেউ আমার নেই। জানতো ভক্ত আমার কেমন প্রিয়? শঙ্কর আমার সেই পরমভক্ত—শ্মশাননিবাসী উদাসীন! সুতরাং তদপেক্ষা আমার প্রিয় আর কে হ'তে পারে? যিনি জীবের চরমকালে সর্ব্বেসর্ব্বা,—রোগীর রোগ, রোগোপশমের ঔষধ এবং স্বয়ং সর্ব্বধ্বংসী শমন হ'য়েও তদীয়

* সুর—"দ্যাখ্‌রে আঁখি আঁখি ভরি, গোলোকবিহারী হরি।"

কবলগ্রস্ত জীবকে জ্যোতির্ম্ময়-শিবরূপে আমার কলুষহারী 'তারকব্রহ্ম রাম'নাম জন্মের শোধ শুনায়ে দেন,—প্রিয়ে! তেমন ভক্ত ব্যতীত অধিক প্রিয় কাকে ব'ল্‌বো? জগতে কাহাকেও বিনা কারণে প্রিয় হ'তে দেখিনে; সকলেই কোনও কারণবশতঃ প্রিয় হ'য়ে থাকে।

"পুত্রার্থী যৌবনার্থী চ গৃহার্থী স্ত্রী প্রিয়া নৃণাম্।
পুত্রঃ প্রিয়শ্চ পিণ্ডার্থঃ কীর্ত্ত্যর্থশ্চ সমুদ্রজে।
ধনং প্রিয়ং সুখার্থঞ্চ বিপত্ত্রাণার্থমেব চ।
প্রিয়ং শরীরং ধর্ম্মার্থে তে চ ধর্ম্মাত্মনাং তথা॥"

(অর্থাৎ) জগতে পুত্র, যৌবন-সুখ-ভোগ এবং গার্হস্থের নিমিত্তই পত্নী মানবগণের প্রিয়!—পিণ্ড ও কীর্ত্তির জন্য পুত্র; বিপদ হ'তে উদ্ধার ও সুখভোগের নিমিত্ত ধন এবং ধর্ম্মার্থেই ধার্ম্মিকদিগের শরীর প্রিয় হ'য়ে থাকে। সাধারণতঃ রমণীদিগের পতি যেরূপ সর্ব্বপ্রধান আরাধ্য বস্তু, পুরুষদিগের পক্ষে পত্নী সেরূপ প্রিয় নয়; কারণ, পতির নিকট পত্নী কারণবশতঃ প্রিয় হয়; কিন্তু, স্বামী পত্নীর স্বাভাবিক প্রিয়।—কেন না, রমণী-হৃদয়ই অবিচ্ছিন্ন ভালবাসার উচ্চ-আদর্শ-ক্ষেত্র! কিন্তু তা' হ'লে কি হয়,—স্ত্রীজাতি বড় সর্ব্বনেশে জাতি! কাহাকেও ভালবাস্‌বে না, ভালবাস্‌লেও সহজে ভুল্‌বে না। পুরুষ কঠিনপ্রাণ, সরলহৃদয়; এ হৃদয়ে অপার, অনন্ত, অগাধ ভালবাসা! সুতরাং পুরুষ সকলকেই ভালবেসে থাকে,—কিন্তু, সে ক্ষণিক! পদ্মপত্রে সলিল যেমন যতক্ষণ থাকে, টলমল ক'ত্তে থাকে, সুযোগমত স্থানান্তরে পতিত হয়; পুরুষের ভালবাসাও তেম্‌নি চঞ্চল ভালবাসা। তজ্জন্যই পত্নী প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রাণেশের অনুগমন ক'রে থাকে; কিন্তু পত্নীর বিয়োগে পতি পুত্রার্থে বা সুখার্থে পুনরায় অপর রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। পুরুষের সহিত পুরুষেরই অকৃত্রিম প্রণয় সম্ভবে; কারণ,—"মৈত্রী সাম্যমপেক্ষতে"—অর্থাৎ, মিত্রতা সমতার অপেক্ষা করে!—সুতরাং ভিন্নভাব হেতু রমণীর সহিত পুরুষের তাদৃশ প্রণয় অসম্ভব! বস্তুতঃ, মনের মিলন হ'লে, দাম্পত্যপ্রেমই বল, বা সখ্যই

বল, বড়ই সুখকর হ'য়ে থাকে। কমলালয়ে! মৃণ্ময় পাত্রে ও হিরণ্ময় পাত্রে যেমন একই নদীর জল রাখ্‌লে প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না, তদ্রূপ, আমাতে ও শঙ্করে অঙ্গের বিভিন্নতা থাকৃলেও কিছুমাত্র প্রভেদ নেই। প্রাণিগণের স্বকীয় শরীর ও প্রাণে যেরূপ সম্পর্ক, আমাতে এবং শঙ্করেও সেইরূপ জান্‌বে!—শঙ্কর প্রাণ, আমি দেহ; আমি প্রাণ, শঙ্কর দেহ। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক হরিহরকে অভেদ জেনে, শুধু শঙ্করের অর্চ্চনা করে, সেও আমার প্রিয় হ'য়ে থাকে। যে ব্যক্তি শিবপূজায় পরাঙ্মুখ, সে কখনি আমার প্রিয় নয়।

লক্ষ্মী। (স্বগত) ধিক্‌ আমায়! শতধিক্‌ আমার এই শিবভক্তি-বিহীন জীবনে!—আমি যখন শিবার্চ্চনায় বিমুখ, তখন কিছুতেই আমি কেশবের প্রিয়পাত্রী নই;—তবে আর এই বিফল জীবনধারণে কি ফল? (প্রকাশ্যে) হৃদয়বল্লভ! দেবদুর্ল্লভ-ভবপদ-পরাঙ্মুখ পাপিনীকে—এই কৃষ্ণ-প্রেম-ভিখারিণী দুঃখিনীকে আজ কি শুনালে? হে তাপিত-হৃদয়-তাপহারি! দাসীর অন্তস্তাপ হরণের কি কোনও উপায় নেই? আশুতোষ কি দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন না? হা নাথ! তবে দুঃখিনীর গতি কি হবে?

নারা। নলিনাক্ষি লক্ষ্মি! দুঃখিতা হ'য়ো না। তুমি আজ হ'তে প্রতিদিন যথাবিধি আশুতোষের অর্চ্চনা ক'রে মহেশের ন্যায় আমার প্রীতি-ভাজন হও!—সতত সচন্দন কুসুমদামে এই পবিত্রপুরী বৈকুণ্ঠধামে ভক্তি-মতী হ'য়ে ভবানীভাবনের অর্চ্চনা করো!—ভূতভাবন ভোলানাথ অবশ্যই ভবাদৃশী ভক্তজনার বাসনা পূর্ণ ক'র্ব্বেন।

লক্ষ্মী। প্রিয়তম! এই প্রণতা প্রেমভিখারিণীর প্রীতি সম্পাদনার্থ সতীশ্বর পশুপতির পূজাপদ্ধতি সতী সকাশে প্রকাশ করুন—যাতে দাসী শঙ্করের শরণাপন্না হ'য়ে সফলমনোরথ হ'তে পারে।

নারা। কমলে! কলুষনাশন কৈলাসনাথের কৃপালাভ করা কঠিন নয়। আশুতোষ অল্পেই সন্তোষ! শঙ্করকে সন্তোষ সহকারে একান্ত মনে

যা' দিবে, সর্ব্বদ শিব সরলান্তঃকরণে তাই গ্রহণ ক'র্ব্বেন এবং তদনুসারে ফল প্রাপ্ত হ'তে হবে। তিনি ভক্তজনের ভক্তিদত্ত সামান্য বন-কুসুমকেই কুবের-ভাণ্ডার-স্থিত কহিনূরের ন্যায় কমনীয় কণ্ঠে ধারণ করেন। মানব অষ্টোত্তরশত-সালঙ্ক-সবৎস-পয়স্বিনী বিপ্রগণকে প্রদান ক'রে যে ফললাভ করে, শঙ্করকে শুধু 'করবী'র পুষ্পে অর্চ্চনা ক'ল্লে তাদৃশ ফললাভ এবং সুরক্ত 'করবী' কুসুম দানে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে। শেফালিকা পুষ্পদানে কোটি রৌপ্যময় পুষ্পদানের পুণ্য হয়। কুন্দ কুসুমে শেফালিকাপেক্ষা শত গুণ; মল্লিকা পুষ্প প্রদানে তদপেক্ষাও শতগুণ ফল কথিত আছে। মুক্তারাজি দ্বারা মুক্তাময় শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় যাদৃশ পুণ্য হয়, দ্রোণ পুষ্প দ্বারা শিবার্চ্চনা ক'ল্লেও সাধক সেই ফললাভ ক'রে থাকে। চম্পক পুষ্প প্রদানে সুবর্ণময় পুষ্পরাজী দ্বারা সুবর্ণময় শিবলিঙ্গের অর্চ্চনার ফল সুনিশ্চিত। বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষে শঙ্করকে চামর ব্যজন ক'ল্লে যে ফল হয়, 'শিরীষ' কুসুমে শিবার্চ্চনা ক'ল্লেও মানব তাদৃশ ফললাভ ক'রে থাকে। নাগকেশর পুষ্পদানে অশ্বমেধ যজ্ঞের—মুচকুন্দ পুষ্প প্রদানে পিতৃগণের সন্তোষপ্রদ গয়াশ্রাদ্ধের ফল এবং যে ব্যক্তি ত্রিনেত্রকে তুলসী পত্র প্রদান করে, সে তদপেক্ষা শতগুণ ফলভাগী হ'য়ে থাকে। ত্রিনেত্রকে তগরপুষ্প দান ক'ল্লে চান্দ্রায়ণ ব্রতের, বজ্রপুষ্প দানে কাশীক্ষেত্রে উপবাসের এবং ধুস্তুর পুষ্প প্রদানে শত একাদশী উপবাসের পুণ্য লাভ হয়। প্রেয়সি! পূর্ব্বকথিত সর্ব্বপ্রকার পুষ্পদানে যে ফললাভ হয়, একটি মাত্র পঙ্কজ প্রদানেই তাদৃশ ফল হ'য়ে থাকে। পদ্ম ব্যতীত শঙ্করের প্রীতিপ্রদ পুষ্প—শুধু পুষ্পই বা কেন, এতদ্ভিন্ন ভবানী-ভাবনের প্রীতিকর বস্তু জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই নেই—যদ্দ্বারা সাধক সত্বর ফললাভ ক'র্ত্তে সমর্থ হবে! সুকেশি! তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট পশুপতির পূজাপদ্ধতি শিক্ষা ক'রে শিবার্চ্চনায় ব্রতী হও; পশুপতি হৃষ্টমতি হ'য়ে অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ ক'র্ব্বেন।

লক্ষ্মী। তবে দেবর্ষি নারদের নিকট দাসীকে লয়ে যেতে গরুড়কে অনুমতি করো, নতুবা কি ক'রে নারদের কাছে যাব?

নারা। প্রাণাধিকে! নারদের নিকট তোমাকে যেতে হবে না, তুমি আহ্বান ক'ল্লে দেবর্ষি নারদই বৈকুণ্ঠে আস্‌বেন।

(বীণা হস্তে নারদের প্রবেশ।)

নারদ। তা—নারদের কাছে আর যেতে হবে কেন? কৃষ্ণ হে! জননী সন্তানকে দেখ্‌বার নিমিত্ত উৎসুক হ'য়ে যেতে চাচ্চেন, তুমি কি না মাকে বাধা দিচ্চ যে, নারদের কাছে আর যেতে হবে না! তা' হবেই বা কেন? সাধের বস্তু হ'লেও আমার এমন কি সাধনা আছে যে, তোমরা ইচ্ছা ক'রে আমায় দেখ্‌তে যাবে? আমায় খোঁজ ক'রে আর দেখ্‌তে হবে না; দেখ্‌তে এলে দর্শনলাভে যেন বঞ্চিত না হই, এই প্রার্থনা। বলি মা লক্ষ্মি! কেন আজ এই দীন-হীন-অকৃতী সন্তানের খোঁজ ক'চ্চিলে? দাসের প্রতি এমন দয়া কিসে হ'লো মা? যা' হোক, দাস নারদ এখন প্রণাম ক'চ্চে, আশীর্ব্বাদ করো। [লক্ষ্মী নারায়ণ নীরব]

নারদ। কই মা! প্রণাম ক'ল্লেম, আশীর্ব্বাদ তো ক'ল্লে না?

লক্ষ্মী। দেবর্ষে! আপনি কাকে প্রণাম ক'ল্লেন, কেই বা আপনাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্ব্বে?

নারদ। হাঃ, হাঃ, হাঃ! মাগো ধনদে! লোককে ধন দিতেও তোমার যেমন কৃপণতা, আশীর্ব্বাদ ক'ত্তেও কি তাই? কিন্তু মা! ধনের আশীর্ব্বাদ ক'ত্তে বলিনে যে, তোমার ধনাগার শূন্য হবে! এই আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন ঐ যুগল রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে এই অকৃতী, অধম দাসের প্রাণান্ত হয়।

লক্ষ্মী। ঋষিবর! আপ্‌নি শুধু করযোড় ক'রে ব'ল্লেন, 'প্রণাম'; আপ্‌নি তো 'মাগো প্রণাম' কিংবা 'বাবা গো প্রণাম' বলেন নি?

নারদ। (নারায়ণের প্রতি) ভগবন্! লক্ষ্মী আপনাকে প্রণাম ক'চ্চেন, আশীর্ব্বাদ করো!

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ! কৌতুক আর কলহ-ই তোমার প্রিয় কি না, তাই এরূপ ব'ল্‌চ।

লক্ষ্মী। দেবর্ষে! আমি তো কাকেও উল্লেখ ক'রে প্রণাম করি নি! তবে বৃথা কেন দোষারোপ ক'চ্চেন? এখন কৌতুক রেখে, যে জন্য আপনাকে অন্বেষণ ক'চ্চিলেম, তার-ই সদ্‌যুক্তি দিন্।

নারদ। আপনি মুক্তিদাতা শ্রীহরির আদ্যাশক্তি, অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী এবং স্বয়ং মুক্তিদায়িনী; আপনাকে আবার কি যুক্তি দেবো মা?—বলি, গঙ্গার পিপাসা কি ব্রহ্মা নিবারণ ক'ত্তে সমর্থ হন?

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ! শুভপ্রদা লক্ষ্মী সর্ব্বেশ্বর শিবের উপাসনা ক'ত্তে যত্নবতী হ'য়েছেন,—তুমিই যথার্থ শিবানুরক্ত ও শিব-তত্ত্ব-পরিজ্ঞাত সাধক; অতএব তোমায় শ্রীমতী লক্ষ্মীকে শিব-পূজা-পদ্ধতি শিক্ষা দিতে হবে।

নারদ। তবে দেক্‌চি, আমার পরম সৌভাগ্য ব'ল্‌তে হবে। লোকে সামান্য শিষ্য পেলে কত আহ্লাদিত হয়, আর আমি কি না জগদ্‌গুরু-শ্রীনিবাস-পত্নীর গুরুপদে সমাসীন!! অহো! আমার ভাগ্যের সীমা কি? এতদিনে আমার জন্ম সফল, কর্ম্ম সফল, জীবন সফল! আচ্ছা, তবে শুভ দিনে, শুভলগ্নে, শুভদাত্রী লক্ষ্মীকে শিবপূজা-শিক্ষা দেবো। (লক্ষ্মীর প্রতি) জননি! অদ্য হ'তে তিন দিন পবিত্র ভাবে, সন্ন্যাসিনী-বেশে, কুলি-বিভূতি ও রুদ্রাক্ষমাল্য ধারণ এবং প্রত্যহ অশুভনাশন আশুতোষের অযুত নাম জপ করো;—চতুর্থ দিবস তোমায় শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত ক'র্ব্বো।

লক্ষ্মী। দেবর্ষে! দেখ্‌বেন—চতুর্থ দিবস আস্‌তে যেন ভ্রম না হয়?

নারদ। সেকি কথা মা! সামান্য শিষ্য পেলেও যখন লোকের হৃদয়ে 'আহ্লাদ' আর স্থান পায় না—তখন মোক্ষদাত্রী শিষ্যা পেয়ে আমার ঔদাস্য

হবে কেন? আমি চতুর্থ দিন অবশ্যই আস্‌ব; কিন্তু জননি! দাসের চতুর্থ কালে চতুর্থ ফল প্রদানে যেন বিমুখী হয়ো না—এই প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ! চতুর্থ ফল কেন, যে ফল তোমার বাসনা, চতুর্ব্বর্গ-ফলদায়িনী তাই তোমায় প্রদান ক'র্ব্বেন।

নারদ। অন্য ফলের আশা নেই—হরি হে! অন্য ফলের প্রার্থনা নেই। এবার চতুর্ব্বর্গদায়িনীর শরণ নিলেম, দেখ্‌বো মায়ের দয়া! এবার হাতে পেয়েছি; বাসনা পূর্ণ করেন, বিলক্ষণ; নতুবা মন্ত্র দেবো না।

লক্ষ্মী। নারদ রে! তোমাকে অদেয় আমাদের কি আছে! যে ধন চাইবে, সেই ধন-ই দেবো।

নারদ। লক্ষেশ্বর-কোটীশ্বরেশ্বরি ধনদে! আমি এই অনিত্য সংসারের সামান্য সুখকর ধন চাইনে; চাই পরমধন—তোমাদের যুগল-চরণ। আজীবন-সঞ্চিত-বাঞ্ছা, তোমরা যুগলরূপে এই দীন দাসের হৃদয়মন্দিরে অবস্থিতি করো, আমি নয়নমুদে মানস-কুসুমে সতত তোমাদের পূজা করি; কিন্তু জননি! তুমি যে সতত চঞ্চলা কমলা, তাতে আমি আবার আগম-বিমুখ! মহাত্মাগণই তোমার আগমনির্গম অনুভব ক'ত্তে অসমর্থ; আমি তো কোন্ ছার! শাস্ত্রকার মহর্ষিগণ ব'লেছেন—

"আজগাম যদা লক্ষ্মী-র্নারিকেলফলাম্বুবৎ।
নির্জগাম যদা লক্ষ্মী-র্গজভুক্তকপিত্থবৎ।"

নারিকেল ফলে সলিলসঞ্চারের ন্যায় ধীরে ধীরে আশ্রিতের প্রতি কৃপা করো, আবার চঞ্চলে! সেই আশ্রিত জনের প্রতি অকৃপা হ'লে অন্তঃসার-শূন্য করিভুক্ত কপিত্থের ন্যায় অজ্ঞাতসারেই অন্তর্হিতা হও। তবে মা! তোমার মায়া, অকৃতী অধম আমি কি বুঝ্‌বো?

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ! আমি সত্যই ব'ল্‌চি, কমলার কৃপালাভে কখনই বঞ্চিত হবে না। আমরা তো যুগল রূপে, তোমার হৃদয়-সিংহাসনে সততই অবস্থান ক'চ্চি!

নারদ। দুঃখহারী, বিপত্তিনিবারী, হে শ্রীহরি! দাসের এমন কি সাধনা আছে যে, সেই সাধনা-বলে তোমার রাতুল চরণ-তলে স্থান পেতে পারি? তবে কেন চাই? কোন্ সাহসে বাসব-বিরিঞ্চি-ভব-বাঞ্ছিত ঐ পদ-প্রান্তের স্থান পেতে এত আকিঞ্চন? হে পতিতপাবন! অধমতারণ! তোমাদের 'পতিতপাবন' ও 'পতিতপাবনী' নাম-ই এই পদপতিত দাসের ভরসা ও আশা; সেই ভরসায় প্রণোদিত হ'য়েই প্রার্থনা ক'চ্চি—যেন পারের বেলা হেলায় চরণ-ভেলাতে পার ক'ত্তে ভ্রম না হয়! যা' হোক, সাধনসম্বল! আজ শ্রীমুখোচ্চারিত ভরসায় নিশ্চিন্ত রইলেম। এখন প্রণাম হই।

[নারদের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। অচিন্ত্যময় চিন্তামণি! অধিনী প্রণাম ক'চ্চে, আশীর্ব্বাদ করো—যেন সেই দেবদুর্লভ ভবপদ সন্দর্শনে চরিতার্থ হ'য়ে ঐ ভবদুর্লভ শ্রীপদের চিরদাসী হ'য়ে থাক্‌তে পারি! দাসীর আর কিছুই সম্বল নেই, কেবল তোমার দয়া-বলই আমার সম্বল।—"যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল!"—একথা বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণে জ্বলন্তাক্ষরে প্রতি পত্রে, প্রতি ছত্রে, প্রতি পংক্তিতে গাঁথা আছে; তাই আজ কাতরকণ্ঠে তোমার দয়া-বল ভিক্ষা ক'চ্চি। দেব! দাসীর প্রতি তুমি সদয় কি নিদয়?

নারা। যে হরিহরে একাত্মন্-সম্পর্ক সুবদ্ধ—শুধু অঙ্গের প্রভেদ; প্রাণেশ্বরি! সেই শঙ্করকে হরিপ্রিয়া হ'য়ে অর্চ্চনা ক'ত্তে যখন আন্তরিক যত্নবতী হ'য়েচ, তখন শ্রীহরি নিদয় থাক্‌বে কেন? যে সাধক হরিদ্বেষী হ'য়ে শিবার্চ্চনায় রত, শিববিদ্বেষী হ'য়ে কেশব-সাধনায় নিরত, তার সাধনা বিফল—বরং তদ্রূপ সাধনা-জনিত সাধককে নিরয়-যাতনা ভোগ ক'ত্তে হয়; কিন্তু, মাধবমনোমোহিনি! তুমি তো ত্রিজগতের অতুল বিভব, ভবেশ-সম্পদ মাধব-পদে আধিপত্যবৃদ্ধির মানসেই, কৈলাসেশ্বরের অর্চ্চনায় অভিনিবিষ্টা হ'তে ইচ্ছুক! তবে তোমার প্রতিকূল থাক্‌ব কেন? সহধর্ম্মিনী

যেমন পতির ধর্ম্মপথের চিরসঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মচর্চ্চায় পতিও তদ্রূপ নিত্যসহচর।

লক্ষ্মী। প্রাণেশ! আশ্বস্তা হ'লেম, এখন আশিস্-পূর্ব্বক বিদায় দাও।

নারা। প্রিয়তমে! আমি সন্তোষ সহকারে আশীর্ব্বাদ ক'চ্চি—তোমার যাদৃশ ঐকান্তিক ভক্তি, ভোলানাথের প্রতি অনুরক্তি, তাতে বরদ শুভদ শঙ্কর সত্বরই তোমার অভীষ্টবর প্রদান ক'র্ব্বেন। তুমি সংকল্প পূর্ব্বক সহস্র সরোজ দ্বারা আশুতোষের অর্চ্চনায় অভিনিবিষ্টা হ'য়ে অভীষ্ট বর লাভ করো; কিন্তু হৃদয়েশ্বরি! হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে যার সুস্নিগ্ধ, শান্ত, প্রফুল্ল মূর্ত্তিকে স্থান দিয়ে ভৃগুর কঠোর পদাঘাতেও বুকে ব্যথা অনুভব করিনি, আজ সেই হৃদয়রাজ্যের রাণী রমার বিদায়প্রার্থনা শ্রবণে—রমে! হৃদয়ে স্বতঃই উদিত হচ্চে—

"বিরহ-সন্তাপ যত, অনলে কি তাপ তত ?"
সে তাপে তপন পরাভূত।

লক্ষ্মী। 'সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়'! রসময়! বিরূপাক্ষের সমকক্ষ প্রিয় যখন তোমার নেই, তখন রমার বিরহ-সন্তাপ তপন-তাপের অধিক প্রতীয়মান হওয়া—রহস্য ব্যতীত আর কি বুঝ্‌বো ? ভাল, এ তোমার কেমন ভালবাসা ? কেমন প্রণয় ? প্রেমময়! এই কি তোমার প্রেম, না প্রেমের হৃদয় ?

নারা। প্রেমময়ি! আমার প্রেম, আমার প্রণয়, আমার ভালবাসা জগৎসংসারকে লয়ে। আমারই অনন্তপ্রেমের অতি সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মাংশ লাভে সাঁঝের রবির সঙ্গে রবি-প্রেম-গরবিণী নলিনীর প্রেম অতি অতুলনীয়!—বনবিহঙ্গের দম্পতিপ্রেম অনুপমেয়!—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমারই অনন্ত প্রেমভাগী। শঙ্কর আমার পরম প্রিয়—একপ্রাণ বশতঃ; তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়—একাঙ্গ বশতঃ। প্রিয়ে! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভালবাসাই তো পুরুষদের পুরুষত্ব ও মহত্ত্বের পরিচায়ক!

লক্ষ্মী। কিন্তু স্বামিন্! 'নারীর কপাল নয় পুরুষের মত!' মনের গাঢ় টান ভালবাসা, প্রগাঢ় টান প্রণয়; যেখানে প্রণয়ের চরমোৎকর্ষ, সেইখানেই প্রেম পরিস্ফুট! যে হৃদয় প্রকৃত প্রেমের স্বর্গীয় সৌরভে সৌরভিত, সেইতো দেবতার হৃদয়? প্রেম একবার সঞ্চারিত হ'লে আর তার অনাটন হয় না। প্রেমিক আপনার প্রেমাস্পদের চিন্তায় আত্মবিস্মৃত; অভাবে সর্ব্বস্বত্যাগী উদাসীন—এমন কি, আত্মজীবন বিসর্জ্জন ক'ত্তেও কুণ্ঠিত নয়। সে আপনার প্রেমে আপনি উন্মত্ত!—আপনার ভাবে আপনি বিভোর! হায়, হায়, হায়! যে প্রেম পরমার্থ-লাভের প্রকৃত ও প্রশস্ত সোপান, সে প্রেম কি এই প্রেম যে, যখন যাকে বাসনা, তখন তাকে প্রেমের পাত্রে বরিত ক'ত্তে হবে? এ সব ভাঁড়াটে প্রেরেম,—পুরুষেই সম্ভবে!

যে প্রীতি প্রথমে ছিল, শেষে তাহা দূরে গেল,
পীরিতির এ বিধান! প্রেমে কভু নয়;
প্রণয়েতে হাঁসি কান্না অস্থিরতাময়।

নারা। (স্বগত) ভ্রমরচুম্বিত প্রভাত কমলের মনোহর মাধুরী কতই তৃপ্তিদায়ক? প্রেমময়ী প্রিয়তমার মুখে পবিত্র প্রেমালাপন কেমন চিত্ত-বিনোদন? (প্রকাশ্যে) প্রিয়তমে! স্ত্রীজাতির হৃদয় অতি সঙ্কীর্ণ, এমন কি, নাই ব'ল্লেও অত্যুক্তি হয় না; সুতরাং অনন্ত প্রেমতত্ত্বের আলোচনায় ব্রতী হওয়া হৃদয়বিহীনা রমণীর পক্ষে অস্বাভাবিক কার্য্য। স্বীকার করি, প্রেম একজন ভিন্ন দুজনের প্রতি জন্মে না; কিন্তু ভালবাসা সকলকেই যায়। রমণীর দেহ মাধুর্য্যময়, কথা প্রেমময়, মন কুটিলতাময়; তাই রমণী গিল্টির ছাঁচে তৈয়েরী। আর পুরুষ—তা' আমাদের সব প্রেমময়; সুতরাং আমরা কথায় কথায়, যখন তখন, যা'তে তা'তে প্রেমান্ধ হ'য়ে পড়ি।

লক্ষ্মী। তা' ঠিক। প্রেমের অমন ভ্রমর-বৃত্তি পুরুষেরই অবলম্বনীয়।

"পুরাতন ফেলে দিয়ে নূতনেতে মন,
পুরুষ যেমন পারে নারী কি তেমন?"

নারা। পুরুষ অনন্ত প্রেমে প্রেমাবতার!—পুরুষের প্রেম অগণ্য স্রোতঃসলিলা ভাগীরথীর প্রেম-প্রবাহ-স্বরূপ। হিমালয় হ'তে ভাগী-রথী যে প্রকার মদমত্ত-মৃগেন্দ্র-দর্পহারী শত-ধারায় ধরায় আবির্ভূতা হ'য়েছিলেন, পুরুষের হৃদয়-হিমাদ্রি হ'তেও তদ্রূপ অনন্ত ধারায় প্রেমগঙ্গা প্রবাহিতা।

লক্ষ্মী। জগন্মনোরম! পুরুষ-প্রণয়-স্রোত কি রোধ ক'র্ত্তে পারা যায় না? হা নাথ! তা'হলে পতিপ্রাণা দুঃখিনী ললনা-নিচয়ের গতি কি হবে?

নারা। চিন্তা কি অচিন্ত্যময়ি?—এ তো রমণীরই সাধ্যায়ত্ত! কিন্তু, সকল রমণীর পক্ষে নয়;—কারণ, এ বড় সমস্যাময়, সহিষ্ণুতাশীল, সুকৌ-শল-সাধ্য!

লক্ষ্মী। কি কৌশল, জীবন-সম্বল?

নারা। পতিব্রতে! তোমার ন্যায় পতিব্রতা স্ত্রীকেও কি তা ব'ল্‌তে হবে? তুমি সুশীলা, সচ্চরিত্রা, স্বামিসোহাগিনী; কিসে পতির তৃপ্তি, তৎপ্রতি লক্ষ্যকারিণী, অথচ পতির ধর্ম্মপথের চিরসঙ্গিনী; তোমায় তৎসম্বন্ধে বলা কি অত্যুক্তি নয়? তুমি নিরহঙ্কারা, লজ্জাশীলা, ধৈর্য্যশীলা, রূপবতী, গুণবতী, সতী-সপ্রাণা; তোমার ন্যায় পত্নীকে পতির প্রণয়স্রোত রোধ করার উপদেশ প্রদান কি ধৃষ্টতা নয়? যদি নিতান্তই শুন্‌তে চাও, তবে এইমাত্র ব'ল্‌তে পারি,—যারা পতির প্রণয়স্রোত রোধ ক'র্ত্তে যত্নবতী, তারা তোমার আদর্শ-চরিত্র-চিত্রে গুণবতী হোক্‌!—বাগ্‌বাদিনী সর-স্বতীর অহঙ্কারময়ী অভিমান বৃত্তিগুলি চিত্ত হ'তে চির দূরীভূত করুক্‌। বিষবৃক্ষের অঙ্কুর উন্মূলিত হ'য়ে মধুবৃক্ষে সংসার শোভাময় হবে।

লক্ষ্মী। শ্রীপতি! তোমার কথায় প্রতিবাদ করা আমার সাধ্যাতীত, বিশেষতঃ অনুচিত; তথাপি উপদেষ্টাভাবে অধিনী শ্রীচরণে আরও কিঞ্চিৎ নিবেদন ক'চ্চে! যাই বল না কেন, অবলার ঐহিক ও পার-

ত্রিক সুহৃৎ স্বামীর তুল্য স্বার্থপর, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর জগতে কিছুই নয়নগোচর হয় না। পরের বেলায় পতি দয়ার অবতার; কিন্তু, একমাত্র আশা-বিনী, প্রেমাধিনী, স্নেহভিখারিণী পত্নীর পক্ষে সেই দয়ার প্রস্রবণ পতি—উঃ! কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর? কেমন নৃশংস স্বার্থপর? পুরুষ যদি এতই প্রেমময়—তবে কেশব, পতি হ'য়ে এ সব কেন?

নারা। প্রাণাধিকে! যে বসন্ত পবনে, পাখীর কূজনে,—নির্ম্মল চন্দ্রিকায়, প্রফুল্ল মল্লিকায়,—কোকিলের রবে, কুসুম সৌরভে মন মুগ্ধ হয়; সেই মৃদুল পবন, ভ্রমর-গুঞ্জন, পাপীয়ার তান, পিক পাখীর গান অনলাধিক প্রতীয়মান হয়,—অদৃষ্ট-দোষে, সময়ের দোষে। তবে শুধু পতির দোষ কেন?

লক্ষ্মী। বুঝেছি। পুরুষেরা শরীরের জোরে নিত্য নূতনে মত্ত হ'য়েও নির্দ্দোষ; কেন না, তারা অনন্ত প্রেমাবতার! আর ক্ষুদ্রহৃদয়া অবলা বালা? তারা মানসিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠা হ'লেও অবলা! তজ্জন্যই সবল-শরীর পুরুষ-নীতির অনুকরণ ও অনুসরণ ক'ল্লে, নিতান্ত অপরাধিনী হ'য়ে থাকে! এই তো যুক্তি?

নারা। সতি! এ যুক্তি নিতান্ত জীর্ণ। কি কোমলতায়, কি পবিত্রতায় ব্রীড়াবনতা সুকুমারীর তুলনা, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত সুবাস কুসুমের সঙ্গেই শোভা পায়। বিশুদ্ধচরিত্রা ললনা নিকৃষ্ট পুরুষের ন্যায় মনকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'ল্লে, কীটকর্ত্তিত কুসুমবৎ শোভাহীনা ও পরিত্যক্তা হ'য়ে থাকে। সৌরভের উৎকর্ষগুণে ফুল যেরূপ সাধারণতঃ সকলের প্রিয় ও আরাধ্য, কামিনী-কুসুমনিচয়েরও তদ্রূপ একটি তেজোময়, আলোকময়, স্বর্গীয় সৌরভ আছে;—সেটি সতীত্ব-সৌরভ! এই তেজোময় সতীত্ব-সৌরভেই রমণীরা অতি উন্নতা। একবার এই স্বর্গীয়-সুবাসচ্যুতা হ'লে, বহু সাধনাতেও পুনরায় তাহা অপ্রাপ্য।

লক্ষ্মী। জ্ঞানময়! পুরুষদের ন্যায় রমণী এমন অজ্ঞান কখনই নয়

যে, সুধা ভ্রমে গরল ভক্ষণ এবং স্বর্ণ ফেলে শূন্য অঞ্চলে গ্রন্থি প্রদান করে। কোথায় সুরলোকের পারিজাত কুসুম আর কোথায় মর্ত্তের গোলাপ ফুল? কোথায় স্ত্রীলোকের সতীত্ব আর কোথায় পুরুষের চরিত্র? যে স্ত্রীলোক গরিষ্ঠ সতীত্ব রত্নে অযত্ন করে, সেতো স্ত্রীলোক নয়, রমণীরূপিণী পিশাচী। সংসার-সরসে নারী পদ্মফুল!—সংসার-মন্দিরে নারী স্বর্ণপ্রতিমা!—আবার সেই নারী সংসার-শ্মশানে ডাকিনী, যোগিনী, মায়াবিনী, পিশাচী। হায়! এই সব পিশাচীর তাণ্ডবেই মৃণালহারা পদ্মপ্রসূন বিশুষ্ক এবং স্বর্ণপ্রতিমার অকালে বিসর্জ্জন হয়! কিন্তু প্রাণময়! তথাপি ললনার পতিপ্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গু গঙ্গার ন্যায় অভ্যন্তরে প্রবাহিত হ'তে থাকে। 'যে প্রেম আঁখির পলকে পরিবর্ত্তিত হয়; আতপতপ্ত কুসুমের মত দেখ্‌তে দেখ্‌তে শুকায়ে যায়, অথবা ব্রততীর ন্যায় বাতাহত হ'লেই ছিন্ন হ'য়ে পড়ে!—যে প্রেম সুখে এক, দুঃখে এক, সম্পদে এক, বিপদে এক; যখন নূতন তখন এক, যখন পুরাতন তখন এক, সেই পেরেম পতিব্রতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতেই বুঝি জগতে ধর্ম্মপত্নীর আশ্রয় অজস্র অশ্রু? তাই ব'ল্‌চি,—লীলাময়! এ তোমার কেমন লীলা? তুমি তো বিধিরও বিধাতা; তবে এ বিধান কেন মায়া-ময়? কুসুম-পরাণ, অবলা, সরলা-বালার 'আশ্রয়তরু' নিতান্ত নিষ্ঠুর, নির্ম্মম কেন দয়াময়? বেদাগমে তুমি 'দয়াবান' ব'লে অভিহিত; দুঃখিনী ললনানিচয়ের বেলায় বুঝি দয়া যেয়ে শুধু 'বাণ' থাকে? সেই বাণে সরলাদের কোমল-হৃদয় জর্জ্জরিত ক'রেই বুঝি 'সর্ব্বশক্তিমান' নামের সার্থকতা সম্পাদনে সক্ষম হও? কমনীয়, কোমলপ্রাণ লতিকার অব-লম্বন কঠোর তরু; হায় রে! ইহাই অন্ধবিধির বিধান!!

নারা। প্রিয়ে! কষ্টের পর ইষ্ট বড়ই সুখজনক; সুতরাং অত্যাচারী পতির অত্যাচার সহ্য ক'রে ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন ক'ল্লে, তার উপযুক্ত পুরস্কার অবশ্যই আছে। চাঁদের শোভা যেমন কলঙ্কে—প্রেমের মর্য্যাদা

বিরহে—পুরুষের রক্ষা কঠোরতা আশ্রয়ে; তদ্রূপ সহস্রাধিক দোষেই ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। পারত্রিকের মঙ্গলপ্রদ পতিভক্তি যদ্যপি পতি-অত্যাচার-প্রপীড়িতা পত্নীর হৃদয়ে অটুট, অক্ষুণ্ণ থাকে, তা হ'লে, সেই সাধ্বী পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে ইহলোকে সুখী না হ'লে, পরলোকে যে সুস্নিগ্ধ, বিমল স্বর্গীয় সুখ উপভোগ ক'র্ব্বে, শতজন্মের তপশ্চরণেও সে সুখ-শান্তি লাভ দুষ্প্রাপ্য। অদূরদর্শীর মতে বিধাতা অন্ধ হ'তে পারেন; বস্তুতঃ, তিনি অন্ধ নহেন—সর্ব্বদর্শী। সচ্চরিত্র, সদাশয়, সুধীর, সপ্রাণ পতির ভাগ্যে পিশাচী পত্নী ঘটে কেন? এসব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের আকর্ষণী-শক্তির গুণে। আমি যাকে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারিনে—যার বাতাসেই জ্ব'লে পুড়ে মরি, সেই হয় তো আমাকে ভালবেসে থাকে; আবার আমি যাকে সর্ব্বস্ব সঁপেও ভাল বাস্‌তে ব্যাকুল—মিষ্ট-বাক্য দূরের কথা, যার দুটি তিরস্কারের বাক্যেই কুবের-ভাণ্ডারের আধিপত্য প্রাপ্ত হই—যার ছায়াটি দেখ্‌লেই যেন হাতে চন্দ্রমা ধারণ করি, সে কিন্তু আমার নাম আদৌ শুন্‌তেই পারে না;—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। চন্দন অথবা ইক্ষুতে কখনো ফুল বিকসিত হয় না—গোলাপ, যুঁই, গন্ধরাজ, বেলীতেও কখনো পরম উপাদেয় ফল ধরে না। রমণীর যে রমণীয় সৌন্দর্য্যে জগৎ সংসার মুগ্ধ—সেই স্ত্রী-সৌন্দর্য্য বিশ্বসংসারের সর্ব্বপ্রধান শত্রু! কামিনীর যে অনাবিল হাসি সন্দর্শনে, মুহূর্ত্তের তরে জ্বালাময় সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা-শোক-তাপ-আধি-ব্যাধি বিস্মৃত হ'তে হয়, চটুল-নয়নার সেই সুচারু-স্মিত-চাহনিমণ্ডিত বিনোদ হাসিই কিন্তু পুরুষের কাল! যে রমণী সন্দর্শনে স্বর্গ কি, প্রেম প্রীতি কি, পবিত্রতা সৌন্দর্য্য কি, উপলব্ধি হয়—যে কামিনীর সংশ্লিষ্ট হ'লে অমরাবতীর পারিজাত কেমন, দেবীরা কেমন, প্রতীতি হয়—প্রিয়তমে! সেই বামাজাতির মধ্যেই কিন্তু, প্রেতমুখী পিশাচী এবং নাগিনীর ন্যায় ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য ও ভয়ঙ্কর কুহকিনী বিরাজমানা। যে কোমলতাময়ী, লাবণ্যময়ী, স্নেহময়ী, প্রেমময়ী রমণী

পতি-পুত্র হারালে জীবনে জীবন বিসর্জ্জন দেয়, কিংবা অনলে আত্মার আহুতি প্রদান করে; রমে! সেই রমণীকে হৃদয়সর্ব্বস্ব স্বামীর বক্ষে সুতীক্ষ্ণ শায়ক সুবিদ্ধ ক'ত্তে এবং জীবিত, প্রাণপ্রতিম পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দিতেও দেখেছি। একমাত্র রমণীতেই অনিল, অনল; সুধা, গরল; অমাময়ী আঁধার, শারদীয় জ্যোছ্না (জ্যোৎস্না); প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর তাপ, শরৎশশীর বিমল কিরণ যুগপৎ বর্ত্তমান! বস্তুতঃ, রমণীচরিত্র বড়ই বিচিত্র ও অদ্ভুত রহস্য-পরিপূর্ণ।

লক্ষ্মী। বিধির সৃষ্টিই বিচিত্র রহস্যপূর্ণ। পূর্ব্বেই ব'লেচি, যারা সতীত্ব-রত্নের মর্য্যাদা বুঝে না, পতিধন কেমন অমূল্যনিধি যারা জানে না, তারা রমণী নয়—যোগিনী, নাগিনী, পিশাচী ও প্রেতিনী। তোমারই হৃদয়-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণির একজন প্রিয় পুত্র ব'লেচে,—"তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।" যদি কাকের ওষ্ঠ সুবর্ণমণ্ডিত, পদদ্বয় মাণিকযুক্ত এবং পক্ষদ্বয় গজমুক্তায় সুশোভিত হয়, তথাপি কাক কখনো রাজহংস হয় না। আর একজন ব'লেচে—"কাকঃ কাকঃ, পিকঃ পিকঃ।" কাকও কৃষ্ণবর্ণ, কোকিলও কৃষ্ণবর্ণ,—সুতরাং, বর্ণে কাক ও কোকিলে কোনই প্রভেদ নেই; কিন্তু যখন বসন্তকাল আগমন করে—হৃদয়-মন-স্নিগ্ধকর শীতল বাতাস ঝুর্ ঝুর্ বইতে থাকে—প্রসন্ন দিক্ সমূহ হাস্যময় হ'য়ে উঠে, তখন কাক কাকই থাকে—কোকিল কুহু কুহু কূজন ক'রে আপনার পরিচয় প্রদান করে! অতএব পীনোন্নতপয়োধরা বা কুসুম-কমনীয়মধুরা কর-কিশলয়-শোভিতাকেই 'রমণী' আখ্যায়িকা প্রদান করা কর্ত্তব্য নয়!—যে সকল রমণীর অন্তর রমণীয়, তারাই প্রকৃত প্রস্তাবে রমণী।

নারা। চটুল-চাটু-পটুবচনে! বাক্‌রচনে বীণাবাদিনী বাণীও যে তোমার নিকট পরাস্তা হবেন দেখ্‌চি! অসম্ভব কি? যার অনুগ্রহ-দৃষ্টি লাভে নিতান্ত মূর্খও বাগ্মী-পণ্ডিতের উপর প্রভুত্ব প্রকাশে সক্ষম, তুমিতো তিনিই।

সুভাষিণি! যে রমণীর অন্তর রমণীয়, সেই রমণী সুরগণেরও সুপূজিতা! "ভূতপঞ্চকসজ্ঘট্টসংস্থানং ললনাভিধম্"—অর্থাৎ পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে যে একটি অবয়ব হয়, তাহারই নাম রমণী। আমিই অখিল সংসারের স্রষ্টা!—ললনাজাতি আমারই সৃষ্টি-সমুদ্ভূত; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ হ'য়েও আমি আমার বড় সাধের অপূর্ব্ব-সৃষ্টি ললনার হৃদয়তত্ত্ব উপলব্ধি ক'ত্তে পারিনি। সাগর মন্থন কালে তোমাকে যখন পুনরায় পেলেম, তখন নিজেই ভাবময়ী, রসময়ী 'মোহিনী' সেজেছিলেম; কিন্তু, কিমাশ্চর্য্য! নিজে নারী হ'য়েও, নারী যে কি পদার্থ,—নারীর হৃদয় কোন্ উপাদানে গঠিত, তা বুঝ্‌তে পার্লেম না! ললনা-ললামভূতা রমে! তুমি তো রমণী? দে'খো, আবার যদি আমার ক্রমিক বিজ্ঞতার ফল তোমার মুখ—

লক্ষ্মী। 'ক্রমিক বিজ্ঞতার ফল' কি?

নারা। তাও ব'ল্‌তে হবে? এ সম্বন্ধে জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর একজন প্রিয়পুত্র এই কয়েক পংক্তি লিপিবদ্ধ ক'রেচেন :—

"কমলিনী মলিনা দিবসাত্যয়ে;
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধির্বিদধে রমণীমুখং—
ক্রমশো বিজ্ঞতা ভবতি ধ্রুবং॥"

আমি একটি সুন্দরবস্তু সৃষ্টি করার মানসে প্রথমতঃ "পদ্মফুল" সৃষ্টি ক'ল্লেম। পদ্মফুল সৃষ্টি ক'রে দেখ্‌লেম যে, আমার যত্ন বিফল হ'য়েচে; কারণ, পদ্মিনী দিবাবসানেই মলিনা হ'য়ে যায়—পদ্মের আর সে সৌন্দর্য্য থাকে না। তারপর চন্দ্রের সৃষ্টি ক'ল্লেম; কিন্তু, তাতেও কৃতকার্য্য হ'তে পাল্লেম না। কেন না, যামিনী অবসানেই সুধাংশু মলিন হ'য়ে যায়—সুধাংশুর আর সে সুস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য আদৌ থাকে না। এই সব দেখে, পরিশেষে পরম রূপবতী রমণীর বিমল মুখ-কমল সৃষ্টি ক'ল্লেম এবং এইবার আমি পূর্ণমনোরথ হ'তে পাল্লেম। সুহাসিনি! আমার ক্রমিক-

বিজ্ঞতা-লভ্য, ফুল্ল-সরোজ-জিনি সেই মুখ-সরোজিনী খানি তোমারি। তুমি শিব-ব্রতে ব্রতী হও, সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা ; কিন্তু আবার যদি জলধিতলে লুকাও, সেই ভয়ে বড়ই ভীত হচ্চি! আর তো ভুল্‌বে না?

লক্ষ্মী।— (ইমণ—তেলেনা *)

একি কথা অধিনীরে, ভুলে কি হে নারী!
ভুলেছি কি—গুণমণি?
বুঝিলাম,—যেমন মন তোমারি!
অধিনী তোমারি প্রেম-ভিখারিণী॥
কুলের ললনা,
ছলিতে-ভুল্‌তে জানে না, কভু;
প্রতারণা ক'রে, কাঁদায় রমণীরে,—
পুরুষ পাষণ্ড শঠ!
দুখ-নীরে ভাসে দুখিনী!

নারা।— (কেদারা—কালেংড়া +)

প্রিয়ে! কি দুখে আজ, বল কটু কথা।
আমি জানি তুমি আমার! মম হৃদে তব বিহার।
ভালবেসে ব'লেছি তাই;—পেয়েছ কি ব্যথা?
কেন প্রিয়ে অসন্তোষ? পুরুষের ছিল না দোষ।
নারীর ছলনা দেখে, শিখেছে ছলা-খলতা॥

লক্ষ্মী।— (কালেংড়া ‡)

কহ শুনি গুণমণি! কেন সাধ বিবাদে!
সুখী কি পুরুষ জাতি, রমণীর বিষাদে?

নারা।— সুখদ বিবাদে যত,
প্রেমালাপে নয় তত;

---

* সুর—"বারে বারে মোরে কত জ্বালাইবে আর!"
+ সুর—"ওকি! গগনে সই! কর নিরূপণ।"
‡ সুর—"জানি জানি তুমি যত ভালবাস আমারে।"

লক্ষ্মী।— এ সব বুঝি না নাথ, পরাণ শুধু কাঁদে!

নারা।— (খাম্বাজ *)

বিরহ বিহনে, সুখ নাই মিলনে!
কত সুখ মনে, মানিনীর মানে।
বিবাদ মিলনে, সুখদ সুজনে;
রসিক সুজনে সবিশেষ জানে॥

লক্ষ্মী সকরুণে।— রসিকা নই, জানি না কিছুই,
জানি যা' ভাবিতে, হৃদয়ে লাগে দুখ।
পদ্মপত্র জল, যেমতি চঞ্চল,
তেমতি নারীর পতি-প্রেমৈশ্বর্য্য-সুখ!!

প্রাণেশ! শুধু আমিই ব'ল্‌চিনে; ঐ অদূরে পতিপ্রাণার বাষ্পাবরুদ্ধ-কণ্ঠের মর্ম্মান্তিক সঙ্গীতই একথার জলন্ত প্রমাণ।

নারা। অদূরে রোদন-ধ্বনি কৈ প্রিয়ে?

লক্ষ্মী। না হ'লে 'কালা' নাম হবে কেন? স্থিরচিত্তে কর্ণপাত করো দেখি!

(নেপথ্যে গীত)

র'য়ে র'য়ে তবু তার-ই মুখ মনে পড়ে।
সে চাঁদের সুধা বিনে চকোরী যে প্রাণে মরে!
দুটি চরণ ধরি, কত যে সাধিনু,
ভালবাস কি না বাস, কাতরে সুধাইনু;
না, না, ব'লে অমনি, চরণে ঠেলিলে মোরে!
ধর নাও তীক্ষ্ণ ছুরি,
হান মম বক্ষোপরি;—
নিভে যাক্ আঁখি-তারা,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমারে॥

নারা। বহুদূরে কামিনীর কমনীয় কণ্ঠের বিলাপ শ্রুত হচ্চি বটে!

---

* সুর—"নিদয় বিধাত, কেনরে আমারে—"

লক্ষ্মী। দুঃখিনী ললনানিচয়ের রোদন-ধ্বনি যদি তোমার নিকটবর্ত্তীই হ'তো, তবে আর দুঃখিনীজাতির দুঃখ ছিল কি? দূরে হোক্, অদূরে হোক্, শুন্‌তে যে পেয়েছ, সেই যথেষ্ট!

নারা। যে কুসুম সৌরভে, গৌরবে অতুলনীয়, সেই কুসুম কণ্টক-সমাকীর্ণ! যে রমণী-হৃদয় নিঃস্বার্থ ভালবাসার অটুট-আদর্শক্ষেত্র, সেই রমণী-হৃদয়ই নিষ্ঠুর প্রতারণায় পূর্ণ, কুহকের আধার, ঘোর স্বার্থের আকর! সরলে! তোমার সরল হৃদয়ে এই গরলময় কথাটি স্থান পেতে না পারে; তজ্জন্য তোমায় ললনাদের পতিভক্তির একটি অত্যুজ্জ্বল (!) দৃষ্টান্ত দেখাচ্চি!—

বিরহ-গীতি গাইতে গাইতে জনৈক বিরহোন্মাদ যুবকের প্রবেশ।

(গীত)

(আমার) ভাঙ্গাবুকে রাঙ্গা ছবি,
যেমন গভীর মেঘে ভানুর কিরণ।
দেখা দিয়ে কোথায় লুকায়, দূরে যেয়ে কেন দাঁড়ায়;
ক্ষণে হাসায়, ক্ষণে কাঁদায়,
যেন, কি জানায় তার আড় নয়ন! *

বিঃ-যুব। (স্বগত) বুকের ভিতর চিতার আগুন ধূ, ধূ, ধূ, জ্ব'ল্‌চে—প্রাণের ভিতর কি যেন হুহু ক'চ্চে! যে দিকে তাকাই, দেখি, ধূ, ধূ, ধূ, জ্বলন্তানল বিশ্বদাহী-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমায় গ্রাস ক'ত্তে উদ্যত! সে অনল স্মৃতি-মারুত-হিল্লোলে উদ্বেলিত। স্মৃতি প্রাণের ভিতর সান্ধ্য-সমীরবৎ হায়, হায়, শব্দে নৈরাশ্য-কাতরতা-মিশ্রিত, কি-জানি-কি-যেন-অস্পষ্টভাব বুকের উপর চাপিয়ে দিচ্চে! যেন, কি নাই; ছিল, এখন নাই, হারিয়েচি। একি? কে যেন এসে নয়নকোণে দাঁড়াচ্চে—নয়?

* সুর—"এই বড় খেদ রইল মনে, পাগল আমার আর এলনা!"

তাকে, দেখ্‌লে না দেখি, না দেখ্‌লে দেখি! একি ভাব?—মনে হ'য়েচে। বসন্ত পবনের মাধুরী, সায়াহ্ন-গগনের কোমলতা,—কুসুমের প্রফুল্লতা, চন্দ্ররশ্মির শীতলতা,—বিদ্যুতের শোভা, ইন্দ্রধনুর বৈচিত্র্য একাধারে মিলিত আর কোথায়? চিনেচি তোমায়! তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, নয়নের নয়ন, হৃদয়ের আভরণ, অমূল্য ধন! আমি তোমায় চিনেছি! কিন্তু, প্রাণাধিকে! ক্ষণে ক্ষণে, নয়ন কোণে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে—শ্মশানে ফুলের মালা দোলায়ে, ক্ষণপ্রভাবৎ কোথায় আবার অন্তর্হিতা হও? তোমায় নয়ন ভ'রে, সাধ মিটায়ে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে ব'লেই তো আজ কাননে এসেছি! কেন না, কাননে কুসুম ফোটে, হাসে, খেলে। আমি ফুল বড় ভালবাসি! ফুল সুন্দর, কোমল, সুহাসিনী সুবাসিনী; তাই ফুলকে ভালবাসি!—ফুল-ফুল দেখ্‌লে, সেই হারানিধির রমণীয়তা, কমনীয়তা, মধুরতা, পবিত্রতাময় প্রেমে-মাখা মুখখানি হৃদয়ের পরতে পরতে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে, প্রতিভাসিত হয়; তাই ফুলকে ভালবাসি!—ফুল দেখ্‌লে, প্রাণে অমৃতময় গরল, গরলময় অমৃত ঢেলে দেয়, তবু ফুলকে ভালবাসি! ঐ না ফুল ফুটেছে! কেমন সুন্দর ফুল! আমরি, মরি! বাতাসের তালে তালে, দু'লে দু'লে, উল্লাসে-আবেশে, অলসে-স্ববশে, সরসে-হরষে, কতই নৃত্য ক'চ্চে! ফুলে ফুলে ঢলাঢলি, হাসাহাসি, মেশামেশি! এমন না হ'লে কি ফুলকে ভালবাসি? দূর হোক্‌গে ছাই, আর ভালবেসে কাজ নাই। অবোধ মনকে বুঝিয়ে ব'ল্‌বো, ভালবাসা ভুলে যাব। 'আপনা-হারায়ে' ভালবাসাই প্রেমের পবিত্র সোপান; কিন্তু, মানব পূর্ব্বজন্মের না-জানি-কি-পাপে, অকৃত্রিম প্রণয়ের আরাধনায়, আপনা হারায়। ভাল বাস, সে 'আপন' থাক্‌লে পর হবে, ছেড়ে যাবে; ভাল না বাস, হয় তো নিতান্ত পরও 'আপনা' হ'য়ে কাছে এসে, ব'সে, হেসে হাওয়া ক'র্ব্বে। তবে কি ভালবাসা ভাল নয়? এই প্রহেলিকাময়, হাহাকারপূর্ণ সংসারের রকম দেখে, শুনে, ঠেকে, শিখে, এই সার বুঝেছি, সংসার শুদ্ধ সমান

ভাবে ভালবাসাই পরম পুরুষার্থ। হতভাগ্য পুরুষ যেন একজনকে প্রাণের অধিক ভাল বাসে না ; কারণ, ঐ শ্রেণীর ভালবাসাটা স্ত্রীলোকের নিজস্ব, —পুরুষের অনধিকার প্রবেশ ! আমি পুরুষ হ'য়ে, একজনকে প্রাণাধিক 'আপনা' জেনে, তাই আজ এত কষ্ট পাচ্চি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) যে ধন আঁখির অন্তরে গেছে—কই, সেই হারাধনকে তো অন্তরের বাহির ক'ত্তে পারিনে !—সে গেছে, তার ভালবাসা গেছে ;— আমার ভালবাসা যায় না কেন ? সে ভুল্‌তে পেরেছে—সুখী হ'য়েচে ; আমি ভুল্‌তে পারি না কেন ? আমি ভুল্‌ব না গো, ভুল্‌ব না। জ'লে তো মর্‌ছি-ই, না হয় দ'গ্ধে মরব ; তবু তাকে ভুল্‌তে পার্ব্বনা। তার স্মৃতিই আমার জীবন ! তার স্মৃতিতে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে নব প্রসূন ফোটে ; ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর জোটে ; প্রবাহে প্রবাহে পরিমল ছোটে ; তবে তাকে ভুল্‌ব কেন ? ভুল্‌তে চাইলেই বা ভুল্‌তে পারি কৈ ? (শাখাস্থ পাখীকে লক্ষ্য করিয়া) গাছে ওদুটি কি পাখী ?—পাপিয়া ? আহা ! কেমন মেশামেশি, কেমন ভালবাসা, কেমন আহ্লাদ, প্রাণের কেমন বিনিময় : আমি পাখী হব গো, পাখী হব ! পাখীর হৃদয় নিঃস্বার্থ ভালবাসায় পূর্ণ ! মানুষের প্রেম, স্বার্থপর পেরেম ; তাই মানুষ মানুষের দুঃখ বুঝে না, কাঁদায় বই কাঁদে না, হাসে ভিন্ন হাসায় না। ঐ যাঃ ! একটি ডালে দুটি পাখী ব'সে কেমন প্রেমের কথা ক'চ্চিল ,—তার একটি উড়ে গেল ! কোথা গেল ? পাখীকে রেখে পাখী কোথায় যাইল ? যাগো যাঃ ! দু'টি পাখীই যে উড়ে গেল ? তবে আমি কেন রয়েছি ? পাখী গেল, আমিও যাই ! কিন্তু, পাখী কৈ ?

[যুবকের প্রস্থান।

নারা। বুঝ্‌লে কমলে !

লক্ষ্মী। প্রকাশ ক'রে না ব'ল্লে মায়াময়ের মায়া, দাসী কি বুঝ্‌বে ?

নারা। ঐ উন্মাদ যুবক যৌবনের প্রাক্কালে, জাহ্নবীজলে, জনক,

জননী, ভাই, ভগ্নীকে বিসর্জ্জন দিয়ে, বিষাদ-বিজড়িত-বদনে, হতাশমনে, শূন্যগৃহে অবস্থান ক'চ্চিল! এক সময়ে সুহৃদ্নিচয়ের বিয়োগে হৃদয়ে কঠোর আঘাত লাগায়, সংসারে উহার বিবেক হ'য়ে নৈমিষারণ্যের জনৈক দূরদর্শী তাপস-সমীপে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত হবার বিধান প্রার্থনা করে। যোগী যুবককে জিজ্ঞাসিলেন,—'তুমি কি কোন প্রণয়িনীর প্রেম-বন্ধনে কখনও আবদ্ধ হ'য়েচ'? যুবক উত্তর দিল,—'প্রভো! এ জীবনে আমি কোন প্রণয়িনীর প্রণয়ে আবদ্ধ হই নি!' তাপস তখন গম্ভীরভাবে ব'ল্লেন,—'যুবক! বিশ্বনিয়ন্তার বিশাল বিশ্বরাজ্যে তোমার হৃদয় সামান্য একটি মরুভূমি বিশেষ!—সুতরাং ও হৃদয়ে আমার উপদেশ কার্য্যকারী হবে না। প্রেম যে কি পদার্থ, তোমার হৃদয় তা' ধারণা করায় সম্পূর্ণ অনুপযোগী; অতএব, তুমি সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হ'য়ে—তথায় কোন কুলকামিনীর পবিত্র প্রণয় লাভ ক'রে, তার প্রেমে হৃদয়কে প্রতিদান ক'ত্তে যত্নবান হও! যখন তুমি তোমার সেই প্রণয়িনীর প্রেমে উন্মত্ত হবে—সংসারের নৈতিক-পরিবর্ত্তনে যখন সেই প্রাণপ্রতিমা প্রিয়তমার সংযোগ-বিয়োগ-জনিত সুখ-দুঃখ অনুভব ক'ত্তে সক্ষম হবে, তখনই বুঝ্তে পার্ব্বে, ঈশ্বর-প্রেম কি পদার্থ এবং কি উপায়ে সেই প্রেমে প্রেমিক হ'তে পারা যায়!' তাপসের কথামত ঐ যুবকটি সংসারে পুনরায় প্রবেশপূর্ব্বক জনৈক কুল-কামিনীর প্রণয়ে আবদ্ধ হ'য়েছিল। সেই রমণীর প্রণয়াবদ্ধের পরিণাম ফল—স্বচক্ষেই দেখ্লে!

লক্ষ্মী। স্বচ'ক্ষে দেক্লেম, স্বকর্ণেও শুন্লেম; কিন্তু, কিছুই বুঝ্তে পার্ল্লেম না!—যুবকের স্ত্রী-বিয়োগ হ'য়েচে বুঝি!

নারা। কচি-খুকি-টি!—কিছুই বুঝ্তে পারেন না। ম'রে গেলে তো বালাই-ই যেতো; তা নয়, স্ত্রিয়াশ্চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে।

লক্ষ্মী। ফল-পল্লব-শোভিত, চিত্ত-বিনোদন-মহীরুহ-রাজী সকল দেশেই জন্মে; কিন্তু, চন্দনতরু সকল স্থানে উৎপন্ন হয় না। শশাঙ্ক হ'তে

সুশীতল জ্যোৎস্না এবং কুসুম হ'তে যেরূপ পরিমল-প্রবাহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, রমণীরাও তদ্রূপ পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি ও সদনুষ্ঠান হ'তেই অমর-আরাধ্যা সাধ্ব্যা সতী হ'য়ে থাকে। বিধির বিধানও সতীর নিকট পরাহত।

"সতীত্ব পরমনিধি বিধি-দত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এহেন রতন॥"

যে দুর্ভাগিনী এমন অতুল-ঐশ্বর্য্যের মস্তকে পদাঘাত ক'ত্তে পারে, সে তো পিশাচী! পতিব্রতার পতিই পরমোপাস্য দেবতা। স্বকীয় চিত্ত-বিনোদনার্থ সেই স্বামী যদি অসৎ পথে নীত হন, পতিপ্রাণা স্বচক্ষে দেখেও তা বিশ্বাস ক'ত্তে চায় না; কারণ, তাতে স্ত্রীর হৃদয়ে কঠোর আঘাত লাগে!—জীবনে নিষ্প্রয়োজনতা বোধ হয়!—সংসারে নৈরাশ্য জন্মে। প্রাণেশ! তুমি আমার সেই পরম লক্ষ্য, পবিত্র রত্ন, পতি; তাই দাসীর আবার সেই কাতর প্রার্থনা :—

[বাহার-বাগেশ্রী—ঠেকা।*]

থাক যদি আমার হ'য়ে,
ওহে নাথ চিন্তামণি!
ধন রত্নের আধিপত্য নিতে পারে বীণাপাণি।
পতি ধনেতে যে ধনি, সদা নাথ থাকে ধনী,
বিনে ধন-রত্ন-মণি, সে ধনি জগতে রাণী।
না চাই বৈকুণ্ঠে বাস, হ'লে আমার পীতবাস,
প্রার্থি উটজের বাস,
বাণী থাক্ ধনে ধনী।

* সুর—"বল দেখি বিধুমুখি! আমারে কি ছিল মনে?"

নারা। সোহাগিনি! স্বামি-সোহাগ তোমার এতই প্রবল যে, সুরা-সুর-কিন্নর-নর-বাঞ্ছিত ধনের আধিপত্য সপত্নীকে সমর্পণ ক'রে, শুধু স্বামী ধনে ধনী থাক্‌তে প্রার্থী হ'চ্চ? ভাল, এক কাজ ক'ত্তে পার?

লক্ষ্মী। কি কাজ প্রিয়তম?

নারা। বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী, সুশিক্ষিতা সরস্বতী তোমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্তা হ'য়ে, আমায় শত্রু জ্ঞান ক'চ্চেন! কারণ, জ্ঞানদার জ্ঞান-বিশ্বাস,—

প্রকৃত প্রণয়ী যদি লভিবারে চাও,
পরম পরের প্রেমে হৃদয় বিলাও।
কেন না যাহারে তুমি পরসম হের,
হয় তো সে তোমাবিনে সতত কাতর;
যে যাহারে ভালবেসে লভিতে প্রয়াসী,
সে তাহায় পরভাবে, না হয় হিতাশী।

ভারতী আমায় শত্রুজ্ঞান ক'চ্চেন ব'লেই তাঁকে একেবারে ভুল্‌তে পাচ্চিনে। কমলে! তুমিও আমায় শত্রুর ন্যায় দেখ না কেন?

লক্ষ্মী। স্বামী—শত্রু! এও কি কথা? অদৃষ্টের ফল, প্রাক্তনের গতি; নতুবা তোমার ন্যায় শ্রীপতির পদসেবার অধিকারিণী হ'য়েও অসহনীয় সপত্নী-বিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিতা হচ্চি কেন? বরং তোমার ভাল-বাসার আকিঞ্চন কিছুমাত্র করিনে; কিন্তু প্রাণ গেলেও, প্রাণাধিক স্বামীকে শত্রুজ্ঞান ক'ত্তে প্রস্তুত নই। সদা সাধ, তুমি নাথ, শুধু আমার হও, সুখে রাখ, চিরসুখে থাক; কিন্তু, আমি নিতান্ত হতভাগী। সুখের পর্য্যাপ্ত জিনিষ আমার আছে—যা' অন্যের নেই; তথাপি আমার দুঃখ। উঃ! সাগর সলিলে-ডুব্‌লুম, ম'লেম না কেন?

নারা। প্রিয়তমে! আমি ধনশক্তি ও জ্ঞানশক্তির সম্মিলনেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াধার! ধনশক্তির মাহাত্ম্য-তত্ত্ব বিচিত্র, জ্ঞানশক্তির মাহাত্ম্য

অনির্ব্বচনীয়,—উভয়ের উপযোগিতাই যথেষ্ট। তথাপি আমি তোমার সঙ্গে কতদূর সংশ্লিষ্ট, একটু নিরপেক্ষ আলোচনা ক'ল্লেই বুঝ্‌তে পার। তুমি সৃষ্টি, আমি স্রষ্টা; আমি ধর্ম্ম, তুমি সৎক্রিয়া; আমি বোধ, তুমি বুদ্ধি; আমি যজ্ঞ, তুমি দক্ষিণা; আমি সূর্য্য, তুমি মদীয় প্রভা; আমি শশাঙ্ক, তুমি আমার কান্তি; আমি প্রদীপ, তুমি জ্যোৎস্না; আমি দ্রুম সংহিত, তুমি লতাভূতা; আমি লোভ, তুমি তৃষ্ণা। তবে প্রিয়ে! কাল্পনিক দুঃখে এত দুঃখিতা কেন? অতল বারিবিবৎ স্ত্রীলোকের আশার অবধি নাই, নিবৃত্তি নাই; সেই দুর্নিবার আশাই কি এদুঃখের কারণ এবং তজ্জন্যই কি আমার মায়া পরিহার ক'রে সুগভীর সাগর-সলিলে লুকায়েছিলে?

লক্ষ্মী। প্রাণাধিক্! অধিনী জলধিতলে কেন আশ্রয় ল'য়েছিল--জান্‌তে ব'লেই, বার বার বলা সত্ত্বেও তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ করিনি। পুনরায় সে কথার অবতারণা কেন?—অথবা, কুসুম-কোমল-হৃদয়ে ব্যথা প্রদান করাই হৃদয়রাজার কাজ? হৃদয়েশ! আমি তো স্ব-ইচ্ছায় সাগর-নিবাসিনী হই নি! দেবরাজ ইন্দ্র দুর্ব্বাসাপ্রদত্ত পরম রমণীয় 'সন্তানক' পুষ্পের মালা উপেক্ষা ক'রে, দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হ'য়েছিলেন, যে,—"তোমার গর্ব্বে ত্রিলোক 'শ্রী'-হারা হবে।" তজ্জন্যই আমি জলধি-তলে আশ্রয় গ্রহণ ক'ত্তে বাধ্য হ'য়েছিলেম।

নারা। রঙ্গিণি! তখন কি আমাকে ভুলেছিলে—তাই, আমায় সঙ্গে ল'য়ে যেতেও সময় পেলে না? এখন বীণাপাণি শুধু পত্নী-পদ-বাচ্যা হওয়াতেই তুমি ব্যথিতা; বল দেখি শুভাননে! তখন তুমি আমায় কার কাছে রেখে গিয়েছিলে? এই বুঝি স্ত্রীলোকের নিখুঁত পে-রে-ম!!

লক্ষ্মী। স্বামিন্! তুমি তো সর্ব্বজ্ঞ! গভীর সাগর-নীরেও তোমার স্থায়িত্ব জ্ঞান ক'রে নিশ্চিন্ত ছিলেম!—তোমার বিমল-মূর্ত্তি কমলার হৃদয়ে সুগভীররূপে অঙ্কিত রয়েছে; তদ্দর্শনে প্রফুল্লিতা হ'তেম!—গত-প্রেম-কথা

হৃদয়ে গাঁথা ছিল ; সেই কথা আলোচনা ক'রে যেন নাথ আমার সঙ্গে কথা ক'চ্চেন—জ্ঞান ক'ত্তেম !

নারা। এখনো তেম্নি—আমি তোমা বই আর কারো নই, জ্ঞান ক'ল্লেই হয়।

লক্ষ্মী। আচ্ছা দেখা যাবে।

(গীত।)

শ্রীপদ-পঙ্কজ তোমার দেখ্‌বো ব'লে,
কি ভূতলে, কি পাতালে, বেড়াই আমি সকল স্থলে ;
এবার স্থান দিও হে চরণতলে।
তুমি আমায় কর না মনে !—আমি মরি তোমা বিনে ;
আমি জ্ব'লে মরি যে আগুনে, কে বুঝ্‌বে তা ত্রিভুবনে,
তুমি শ্যাম-জলধর বিনে,
কে জুড়াবে সে অনলে ?

[লক্ষ্মীর প্রস্থান।

নারা। (স্বগত) আহা ! পতিপ্রাণার পতিপ্রেম কেমন অতুলনীয় ! কিন্তু, সুগন্ধ মলয়-সমীরণ শুধু চন্দন-বনেই প্রবাহিত হয় না—মরুভূমেও ধাবিত হয় !—প্রেমের অধিকারী পুরুষেরাও বটে। (চিন্তা করিয়া) এখন যাই ! কমল-বাসিনী, কোমল-হাসিনী, কুসুম-কোমলা কমলা বিহনে কুসুম-কানন ক্রমে কঠোর ব'লে বোধ হচ্ছে।

[নারায়ণের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুসুমিত উপবন।

লক্ষ্মীর সহচরী রজতবালার প্রবেশ।

রজত। (স্বগত) "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে; 'মাতঙ্গের মাথায় মুক্ত হ'লেও বোঝা বয়"। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর কাছে থেকে, লক্ষ্মীর পদসেবা ক'রেও আমার 'লক্ষ্মীছাড়া' নাম দূর হলো না; সততই সরস্বতীর বিষনয়নে প'ড়ে আছি। তাই ভাবছি, আমাকেই কমলার কমলপুরী পরিত্যাগ ক'ত্তে হলো। কি ক'র্ব্বো? বাণীর মিষ্টিমাখা মুখের বাণীতে, বিষ্ণু-বনিতে লক্ষ্মীকেই 'লক্ষ্মীছাড়া' ক'রে তুলেছে, আর আমরা তো সামান্যা সহচরী মাত্র! বাণী বিদ্যাবতী কিনা, তাই তাঁর সর্ব্বেশ্বর স্বামী সচ্চিদানন্দকেও সতত বাক্যবাণে ব্যথিত থাকতে হয়। তিনি কেশবকে কেবলই বলেন,—'তুমি কমলাকেই শুধু ভালবাস; কমলাই তোমার শয়ন-সর্ব্বস্ব, হৃদয়-সর্ব্বস্ব, জীবন-সর্ব্বস্ব!—একমুহূর্ত্ত কমলাকে না দেখ্‌লেই তুমি অস্থির'। যাক্‌,—ও সব কথায় আমার কাজ কি? এতদিন একদিকে চ'লে যেতেম; তা' কি করি?—কমলার কাছে কিছুতেই বিদায়গ্রহণ ক'ত্তে পাচ্চিনে। তাতে আবার লক্ষ্মী কা'ল নারদের নিকট

শিবপূজা গ্রহণ ক'র্ব্বেন,—সম্মুখেও চতুর্দ্দশী তিথি; সেই দিন কমলার ব্রতোদযাপন হবে। চিরকাল তার খেয়ে, তার আশ্রয়ে থেকে, এ সময় কি ক'রেই বা ফেলে যাই?

(দূর হইতে বলিতে বলিতে লক্ষ্মীর অপর সহচরী হিরণমালার প্রবেশ।)

হিরণ। ওলো রজতবালা! বলি, এমন সুখধাম বৈকুণ্ঠপুরী ছেড়ে কোথা যাবি গা? ব্রহ্মপুরে, না ইন্দ্রপুরে? বলি, ইন্দ্রের না শচী আছে,—না, দ্বিতীয় শচী গ্রহণ ক'র্ব্বেন? তা' আমাদের রজত-শচীকে পেলে, শচীন্দ্রসভার পূর্ণ শোভাই হবে; কিন্তু ভাই! যদি সপত্নী থাকে, তবে সুর-পুরেও সুখের সম্বন্ধ থাকে না। তার সাক্ষী, আমাদের লক্ষ্মীর পানে তাকিয়ে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারিস্‌।

রজত। বলি, হ্যাঁলা হিরণ! দাসীত্ব ক'রেই যদি কালযাপন ক'র্ত্তে হয়, তবে কমলার চেয়ে অমন কোমলপ্রাণাই বা কে আছে, যে কিঙ্করীর সুখ-দুঃখ বুঝে ব্যবস্থা ক'র্ব্বে? ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ সকলের ঘর-ই তো দেখেছি; বৈকুণ্ঠনাথের বৈকুণ্ঠপুরী আর রমার ন্যায় রমণীয়া রমণী ব্রহ্মাণ্ডেও দেখি নি। আমি ভাই! চিরকাল দাসীত্ব ক'রেই কাল কাটালেম, কর্‌বোও তাই; তোর যদি রাণীত্বের সাধ থাকে, তবে ইন্দ্র—না গো, সেখানে নয়, চন্দ্রের কাছে যা; কারণ, চন্দ্রের তো আর চন্দ্রাননীতে অরুচি নেই। স্বর্গে সুলোচনা সাতাশটী তো আছেই, তারাকে দারা ক'রেও চাঁদের কলঙ্ক হ'য়েচে!—তাই ব'ল্‌চি, না হয় তোর পেরেমে তার আরও একটু কলঙ্ক হবে। চাঁদের ভাই কলঙ্কই শোভা! আবার দেখ, পৃথিবীতেও পদ্মিনী, কুমুদিনী, চকোরিণী প্রভৃতি কত প্রণয়িনী সুধাংশুর সুধার ধারা সম্ভোগ ক'চ্চে; সুতরাং তোর আর ভাবনা কি? ভাই! ভেবে দ্যাখ্‌ দেখি; ঘটক পাঠাব কি?

হিরণ। আমি ত আর দেশত্যাগিনী হ'তে চাচ্চিনে!—নাগর নাগর ক'রে ফাপরও হচ্চিনে!—তোর সাধ থাকে তুই-ই যা! দেশ ছেড়ে যেতে চাচ্ছিস্, তা' একটা আশ্রয় তো চাই?

রজত। ওলো! সাধ ক'রে কি যেতে সাধ হয়? সতীনের ঘরে কর্তৃত্ব ক'রেও সুখ নেই, দাসীত্ব ক'রেও সুখ নেই; সততই কেলেঙ্কারি—নইলে লক্ষ্মীর মতন নারী সপত্নীর জ্বালায় অস্থির?

হিরণ। ভাই রজতবালা! লোকে কমলাকে যে চঞ্চলা বলে, তিনি ত ভাই চঞ্চলা মেয়ে নন্? তবে সতীনের দায়ে সুস্থির থাক্‌তে না পেরেই তিনি চঞ্চলা হ'য়েছেন। নতুবা রান্নাবাড়ায় লক্ষ্মী, ঘরকন্নায় লক্ষ্মী, আদর-আয়ত্তিতে লক্ষ্মী, অতিথি-অভ্যাগত এলে লক্ষ্মী; বিদ্যাবিনোদিনী বীণাপাণি যে নারায়ণের প্রণয়িনী, সেটা শুধু 'উপলক্ষী'। সরস্বতীর কাছে গান শোন, সেতার শেখো, আর ব'সে ব'সে তাস ঠোক! ধন্য মেয়ে! গৃহস্থের ঘরে কি আর এত সাজে?

রজত। তবু যদি চুপ্‌টি ক'রে, মুখ্‌টি বুজে থাক্‌ত, তা' হ'লেও ছিলেম ভাল! কথায় কথায়-ই বাণীর বিবাদ-বিসম্বাদ। দেবের প্রধান নারায়ণ, তিনিও বনিতা বাণীর ভণিতা-মাখা-বাণীতে চোর হ'য়ে থাকেন।

হিরণ। শুধু কি তাই? বাণীর বড়াই দেখিস্‌নে? সততই গৌরবে মত্ত!—বলেন, 'আমার এক একটি পুত্ররত্ন কত কীর্ত্তিমন্ত;—তাদের প্রতিপত্তি, সুখ্যাতির আর সীমা নাই'।

রজত। তা' ভাই! তাঁর এক পুত্র বাল্মীকি; তাঁর ত সুখ্যাতির সীমা নেই-ই। বাল্মীকি আজন্মকাল দস্যুবৃত্তি ক'রে কাটাতেন,—ব্রহ্মবধ, ব্রহ্মস্ব অপহরণ ক'রেই জীবনযাপন ক'র্ত্তেন; তিনি শেষকালে একখানা রামায়ণ লিখে, 'রাম রাম' ক'রে উদ্ধার পেলেন। আর এক রত্ন-পুত্র বেদব্যাস!—তাঁর বিদ্যার দৌড় কতদূর, জানিস্ তো?

হিরণ। জানি ভাই! বেদব্যাসের বিদ্যার অত্যুচ্চ-আদর্শ-ব্যাসকাশী এখনও বর্ত্তমান!

রজত। তাই বল্‌চি, ভাই হিরণ! বেশী বিদ্যাধ্যয়নটা বিড়ম্বনার নিকেতন!—অর্জ্জিত বিদ্যায় বুদ্ধি ক্রমশঃ এতদূর মার্জ্জিত হয় যে, বেশী বিদ্যা শিখ্‌লে, বুদ্ধি থাকে না ব'ল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

হিরণ। তা' সত্যি! দেখেছি, অনেক পিতা বড় আশায় বুক বেঁধে, পুত্রকে বিদ্যা শেখাতে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় ক'রে, পথের ভিখারী হ'য়েচে। শেষে সেই উপযুক্ত ও শিক্ষিত পুত্র, হতভাগ্য পিতাকে 'পিতা' সম্বোধন ক'ত্তেও ঘৃণা বোধ ক'রে থাকে! তাই বল্‌চি, ভাই! তোর কাছে আর কিছুই নাই। রজতবালা যার অঙ্কশায়িনী, সে মূর্খ হয়েও পরম পণ্ডিত!—কুরূপ হ'য়েও পরম সুন্দর!—কোটি মদনমোহিনী কামিনী নিরন্তর তার আজ্ঞাকারিণী!

রজত। তোর কথাটা বাদ কেন সই? হিরণের গুণে তো 'শুক্‌নো কাঠে মুকুল ফোটে'।

হিরণ। আমি তো সই প্রাণঘাতিনী। যার গলে হিরণমালা, তার প্রাণ সততই চঞ্চলা! তবে এইমাত্র ব'ল্‌তে পারি—

রজত হিরণ যদি করে ঝনৎকার,
একেবারে মুগ্ধ হয় অখিল-সংসার!

এ সব কথা থাক্ ভাই, চল্‌না এখন ঘরে যাই।

রজত। সই! কানন কেমন পরম রমণীয় পুষ্প-পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ ক'চ্চে!—পুষ্পভারাবনত তরুশাখাচয় সুমন্দ-মারুত-হিল্লোলে কম্পিত হয়ে অবিশ্রান্ত প্রসূন বর্ষণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক আমোদিত ক'রে তুলেছে!—বৃক্ষশাখারূঢ় বিহঙ্গম সকল মুহুর্ম্মুহুঃ শাখা পরিক্রমণ পূর্ব্বক মধুর স্বরে, মনের সুখে গান গাচ্ছে!—এমন রমণীয় উপবন পরিত্যাগ ক'রে গৃহে যেতে সাধ যায় কি লো সই?

হিরণ। কে জানে ভাই! যাদের গৃহ আছে, তারাই গৃহের মর্ম্ম জানে! আমি পাখাশূন্য পাখী; মন সরে তো ডাকি, নইলে নীরবে থাকি। তোর পাখা আছে,—তাই উড়ে বেড়াস্ এ গাছে, সে গাছে।

রজত। তুই কি ভাই, উড়্‌তে জানিস্‌নে?

হিরণ। আমি উড়্‌তে জানিনে, ঢুঁড়্‌তে জানি; নইলে আমিও তোর মতন দেশত্যাগিনী হ'তে চাইতেম্। এখন চল্ ভাই, সেদিন অমরাবতীতে যে গানটা শুনেছিলেম, সেই গানটা গেয়ে গেয়ে ঘরে যাই।

রজত। তবে ভাই! তুই আগে গা; আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে গাইব।

[গাইতে গাইতে নাচিতে নাচিতে সহচরীদ্বয়ের প্রস্থান।]

(বাগেশ্রী।—কাওয়ালী)

ফোটে যে ফুল নিবিড় কাননে।
নীরবে সে শুকায়ে সুখী,—হেসে, খেলে, নিজ মনে।
নাই চাটুকার অলির গুঞ্জন,
অপহারী সমীর-স্বনন;
ফুলের মধু, বেড়ায় শুধু, আপন মনে, উধাও প্রাণে।
জুড়াতে যার আশা মনে,
যাক্ সে নিবিড় কাননে;
নীরবে, স্বভাবে ম'জে, থাক্‌গে নীরব কুসুম সনে।

তৃতীয় দৃশ্য।

কমলার প্রাসাদ।

দেবর্ষি নারদ এবং সন্ন্যাসিনী-বেশে
শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী উপবিষ্টা।

নারদ। জননি! আমি তো আপনার অধম, অকৃতী সন্তান! আমাকে গুরু সম্বোধন ক'রে অনন্ত পাপের ভাগী ক'চ্চেন কেন মা? এই কি মন্ত্র প্রদানের ফল?

লক্ষ্মী। ভক্তকুলচূড়ামণি নারদ! আমরা যেমন ভক্তের হৃদয়-সর্ব্বস্ব— জীবন-সর্ব্বস্ব; তেম্নি ভক্তও আমাদের হৃদয়-সর্ব্বস্ব—জীবন-সর্ব্বস্ব। আমি কখনো ভক্তের পরমপূজ্যা জননী; কখনো তাদের স্নেহের নিলয়া তনয়া। ভক্তিবলে দাসী; অভক্তিতে অসি। আমরা ভক্তের গুরু, ভক্তও আমাদের গুরু; ভক্তের পরিচয়েই আমাদের পরিচয়। নতুবা আমাদের কে জান্‌তো, কে আমাদের নাম লইত? ভক্তপ্রবণ! এ সব কিছুই তো তোমার অবিদিত নেই? বিশেষতঃ আজ আবার আমায় বিশ্ববাসীর পরমোপাস্য শিব-ব্রতে যখন দীক্ষিত ক'ল্লে, তখন

উপস্থিত গুরু বই আর কি ব'ল্‌বো? আবার যখন ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে 'মা' 'মা' ব'লে ডাক্‌বে, তখন এ গুরু-শিষ্যা ভাব ভুলে, জননী হ'য়ে কাছে যাব।

নারদ। মাগো! যেমন, মা ব'লে ডাক্‌লে পরে, আশায় হৃদয় পূরে, তেম্‌নি মাতৃমুখের স্নেহাত্মক সম্বোধন শুনে, হৃদয় যে অপূর্ব্ব ভক্তিরসে আপ্লুত হয়,—তার তুলনা, জগতে মিলে না!—সেই স্নেহের সম্বোধনে বঞ্চিত ক'রে 'গুরু' ব'লে আহ্বান করা কি আপনার উচিত? পৌরুষই পরম গুরু;—সন্তোষ পরম লাভ, সৎসঙ্গ পরম গতি, বিচার পরম জ্ঞান, শমই পবিত্র সুখ! যিনি পৌরুষ দ্বারা মনকে জয় ক'রে এই চতুষ্টয়ের এক-টিকে অবলম্বন ক'রেছেন, তিনিই ধন্য ও বরেণ্য! তাই বলি, গোলকেশ-হৃদয়-বাসিনী কমলে! তুমিই পরম ধন্যা ও প্রকৃত বরেণ্যা!

লক্ষ্মী। দেবর্ষে! সেদিন কি আমার হবে?—কমলা কি ধরাধামে ধন্যা ও বরেণ্যা ব'লে অভিহিতা হ'তে পার্ব্বে? কপালে কি আছে, কে জানে? যাঁর কণ্ঠাভরণ কালকূট, কট্যাভরণ শার্দ্দূল-ছাল, ভস্মা-ভরণ অঙ্গ-বিলেপিত, ভুজযুগাভরণ ক্রূর ভুজঙ্গম, তাঁর করুণা লাভ,—আশা! হা কুহকিনি! একি তোর ছলনা?

নারদ। অচিন্তময়ি! কেন মিছে চিন্তা? তিনি তো আশুতোষ! আশু আপনার বাসনা সফল হবে।

"যং যং কামমভিধ্যায়েৎ তদর্পিতমনাঃ শিবম্।
সম্পূজ্য তং তমাপ্নোতি সাবিত্র্যাহ যথা পুরা॥"

* সাবিত্রী দেবী পূর্ব্বে ব'লেছিলেন, 'ভগবান শঙ্করে চিত্ত সংসক্ত রেখে, তাঁকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক মানব যে অভীষ্ট বিষয় কামনা ক'র্ব্বে, তাই প্রাপ্ত হবে'। তিনি আরও ব'লেছেন—

"সা পূজ্যা সা নমস্কার্য্যা সা সাধ্বী সা পতিব্রতা।
যা পূজয়েৎ সদৈকাগ্র-চিত্তা হৈমবতীপতিম্॥"

(অর্থাৎ) যে রমণী প্রতিদিন কায়মনচিত্তে ভবানীপতির অর্চ্চনা করেন, তিনি সকলের পূজ্যা, সকলের নমস্কারার্হা এবং তিনিই সাধ্বী, তিনিই পতিব্রতা ; অতএব কুলাঙ্গনাগণের প্রত্যহ একান্ত মনে 'শিবব্রত' করা বিহিত।

লক্ষ্মী। ভাল কথা মনে হ'য়েছে—কোন্ পুষ্প অব্যবহার্য্য ও পরিত্যজ্য, প্রকাশ ক'রে বলুন।

নারদ। মাগো! যে পুষ্প তুমি স্পর্শ ক'র্ব্বে, সে পুষ্প কি পরিত্যাগের যোগ্য হ'তে পারে? তোমার করুণা-কটাক্ষে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তিও বিরূপাক্ষের সমকক্ষ মাননীয়!—তোমার চরণস্পর্শে সামান্য তৃণখণ্ডও কুবের-ভাণ্ডারের অমূল্য কহিনুর অপেক্ষা আদরণীয়! সেই দীনতাবারিণী, অধমতারিণী যে পুষ্প স্পর্শ ক'র্ব্বে, সে পুষ্প কি পরিত্যজ্য? তুমি লীলা-ময়েরই অর্দ্ধাঙ্গিনী কি না, তাই এরূপ প্রশ্ন ক'চ্চো!

লক্ষ্মী। তবে কি আমি অন্যায় প্রশ্ন ক'রেছি?

নারদ। কে বল্লে অন্যায়? তোমাদের নিকট অন্যায় কি? যে খেলা খেলেছ, খেল্‌ছ, খেল্‌বে,—যে লীলা দেখিয়েছ, দেখাচ্ছ, দেখাবে, সে সকলই তো সঙ্গত! তবে আমরা ভ্রান্ত ও অল্পবুদ্ধি ব'লেই শূন্যগর্ভ পটহের ন্যায় 'ন্যায়' 'অন্যায়ের' সিদ্ধান্ত ক'রে থাকি। আমি-ই বা বৃথা কথার অবতারণা কচ্চি কেন? যিনি ভ্রান্ত-জগৎকে অপূর্ব্বশিক্ষা দিতে, সর্ব্ব-শক্তিমান নারায়ণের মনোমোহিনী হ'য়ে ত্রিলোচনের অর্চ্চনায় ব্রতী, তিনি যে জীবেরই উপকারার্থে এ সব সুধাবেন, তার আর আশ্চর্য্য কি? কেশবকান্তে! কেশকীটযুক্ত, শীর্ণ, পর্য্যুষিত, স্বয়ং পতিত এবং পুরীষাদি দোষে দূষিত পুষ্পই পরিত্যজ্য।

"স্বয়মুৎপাদ্য পুষ্পাণি যঃ স্বয়ং পূজয়েচ্ছিবম্।
তানি সাক্ষাৎ প্রগৃহ্ণাতি দেবদেবো মহেশ্বরঃ॥"

(অর্থাৎ) যে ব্যক্তি স্বয়ং পুষ্পবৃক্ষ রোপণ ক'রে সেই ফুলে আশু-তোষের অর্চ্চনা করে, তৎপ্রদত্ত সেই কুসুম-নিকর শূলপাণি সাক্ষাৎ

গ্রহণ করেন। পুষ্পাভাবে পত্র নিবেদন করার বিধিও আছে। পত্রাভাবে ফল, ফলাভাবে তৃণগুল্ম এবং ওষধি দ্বারা শিবার্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। তদভাবে শুধু ভক্তি দ্বারাই আশুতোষ সন্তোষ হ'য়ে থাকেন। তুমি বৈকুণ্ঠের রাণী, কমলবাসিনী কমলা; তোমার ত ফুলের অভাব নেই-ই, ভক্তিরও অভাব নেই; সুতরাং আশুতোষের বরলাভে অবশ্যই সুখী হ'তে পার্ব্বে। পীতাম্বর-প্রিয়ে! তোমার মতন ভক্তি কার মা? প্রমথনাথের প্রতি তোমার পতির নির্ম্মল, নিখুঁত প্রেম জ্ঞাত হ'য়ে, পতি-প্রীত্যর্থে পশুপতি-ব্রতে ব্রতী হ'য়েছ! ধন্য নিষ্ঠা! ধন্য পতিপ্রেম! শত ধন্য, তোমা হেন স্বামি-সোহাগিনী রমণীকে!!

লক্ষ্মী। ভক্তপ্রবণ! ভক্তিই হৃদয়ের সঞ্জীবনী শক্তি। আপনি তো সেই মহীয়সী শক্তিতে আমাপেক্ষা ন্যূন নহেন!

নারদ। জননি! তোমার ভক্তি পবিত্রসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় স্বচ্ছ, আবিলতা-বর্জ্জিত ও জীবনতোষিণী! তোমার কবিতাময়ী ভক্তি বসন্ত-সন্ধ্যা-বাতান্দোলিতা যূথিকা-লতারূপে হৃদয়-কানন আমোদিত ক'চ্চে! যিনি শক্তিতে অসীম, দয়ায় অসীম—তোমার অসীম-ভক্তি-স্রোতঃ সেই শঙ্করের করুণা লাভার্থ, যেন তাড়িতের ত্বরিত-গতিকেও উপহাস পূর্ব্বক ধাবিত হ'য়েছে। ভক্তিশূন্য হৃদয় বিশুষ্ক ও বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় শোভাহীন। তোমার ভক্তিময় হৃদয়ের তুলনায় আমার হৃদয় তো বৃন্তচ্যুত কুসুম!

লক্ষ্মী। দেবর্ষে! আপনার উদ্দীপনাময়ী ভক্তির কথা কে না জানে? তরঙ্গিণী যেমন অবিরাম গতিতে বারিধি পানে প্রবাহিত হয়, ভক্তির প্রবল বেগে আপনার সাধনা ও তপস্যাও তেমনি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ পানে প্রবাহিত হ'চ্চে। আপনার ভক্তি উদ্দীপনাময়ী,—সাধনা কবিত্বময়ী।

নারদ। কৃতার্থ হ'লেম। মাগো! পীযূষ-প্রবাহিনী আশীষে যেমন

সন্তুষ্ট ক'ল্লে, তেম্‌নি এই অকৃতী দাসানুদাসের আর একটি বাসনা পূর্ণ কর।

লক্ষ্মী। কি বাসনা দেবর্ষে?

নারদ। জননি! তোমার অপার দয়াবলেই এ দাস তোমার ন্যায় ত্রিলোক-আরাধ্যা দেবীকে ত্রিলোকার্চ্চিত ত্রিলোচনের পূজা-পদ্ধতি শিক্ষা-প্রদানের অধিকার পেয়েছে; তদুপযুক্ত গুরুদক্ষিণাই এ দাসের প্রার্থনা।

লক্ষ্মী। গুরুদেব! প্রকাশ করুন—উপযুক্ত দক্ষিণার সাধ অবশ্যই পূর্ণ হবে।

নারদ। দ্বাপরের দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীহরির বৃন্দা-বিপিনবিহারী যুগল-মিলন দর্শনের বাসনাই দাসের হৃদয়ে বলবতী।

লক্ষ্মী। আমার সঙ্গে আসুন, বলবতী বাসনা এখনি ফল-বতী হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পট-পরিবর্ত্তন।

নিধুবনে শ্রীরাধাশ্যামের শ্রীরাস-মিলন।

অষ্টসখীর মিলন-সঙ্গীত।

(ভৈরবী—যৎ)।

নিথর প্রেমে বইছে পাথার,
কে দেখ্‌বি রে দুনয়নে!
যুগল-চরণ-রাগে অরুণ হাসে, অমিয় ভাসে নয়ন-কোণে।
জলদে বিজলী জ্বলে রসে অবশ যুগল কায়,
চোখে চোখে নীরব কথা দাঁড়িয়ে কেমন পায় পায়।
ত্রিভঙ্গ-বামে রঙ্গিণী,
রাধা ব্রজ-বিলাসিনী;
শ্যাম-হৃদি-নিবাসিনী,
সুহাসিনী সরোজাননে।
শ্যামের কটিতটে পীতধড়া মোহন চূড়া শোভে শিরে,
আমরি কি রূপ হেরি মুরলী যুগল করে;
গলে দোলে বনমালা, শ্যাম বাঁকা হ'য়ে বামে হেলা;
বিনোদ-রূপ যায় না ভোলা,
তাই হেলা গোপীর কুলমানে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—পূজার মন্দির।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী পূজায় উপবিষ্টা ; রাশিকৃত কমল-
নিকরে, সুবর্ণমণ্ডিত শিবলিঙ্গের
অর্দ্ধাংশ আবরিত।

লক্ষ্মী। (স্বগত) হা অদৃষ্ট! কি হ'তে কি হ'লো? আজ সাধের শিব-ব্রত' উদ্‌যাপিত হবে—শঙ্কর অভাগীর প্রতি সদয় হবেন,—কিন্তু হায়! বড় সাধে নিরাশ হ'লেম! সঙ্কল্পিত সহস্র সরোজ মধ্যে দুটি মাত্র সরোজ অভাবে বাঞ্ছিত 'শিব-ব্রত' বিফল হ'য়ে গেল! তাইত! দুটি পঙ্কজ কি হ'লো? কেও কি অপহরণ ক'রেছে? না—তাও তো নয়? পূজো করার পূর্ব্বেও তো গুণে দেখেছি! তবে দুটি পদ্ম কোথা গেল? কোনও দিন সখীদের ফুল তুল্‌তে দিই নাই,—আজ কিরূপেই বা বলি? যদি ব্রতোদ্‌যাপিত হবার হ'তো, তবে দুটি পদ্ম ন্যূন হবে কেন?

অভাগীর কপাল-দোষেই ব্রত-ভঙ্গ হ'লো; তা' সহচরীদের দ্বারা দুটি পঙ্কজ চয়ন করালে কি হবে? হায়! হতভাগীর কর্ম্মে কি এই ছিল? সাগর পার হ'য়ে শেষে যদি গোষ্পদেই ডুব্‌তে হ'লো, তবে আর এ প্রাণের মমতা কেন? দুটি মাত্র কমল অভাবেই যদি আশুতোষকে সন্তোষ ক'ত্তে না পার্লেম—ত্রিলোক-বাঞ্ছিত ত্রিলোচনের শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত হ'লেম, তবে এ অনাদৃত জীবনে প্রয়োজন কি? হা হৃদয়! এখনো বিদীর্ণ হ'লে না? উঃ! হৃদয় কি পাষাণ! প্রাণ যায় না কেন? নিখিল সংসার আশামুগ্ধ!—আশাই ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবন-প্রসূনের বৃন্ত-স্বরূপ! সেই বৃন্তচ্যুত জীবন-কুসুম অনন্ত কালসাগরে বিলীন হ'চ্চে না কেন? জীবন-তোষিণী আশাই যদি গেল, তবে এ প্রাণ যায় না কেন? হা—কি বিষম প্রহেলিকা! কমলবাসিনী কমলার কিনা দুটিমাত্র কমল অভাবে ব্রতোদ্‌যাপিত হচ্ছে না? আশাময় হরি! কোথা তুমি? তোমার দাসী যে নিরাশ হ'লো?

(বেহাগ।)

বিপদনিবারী হরি, বেদাগমে বলে শুনি।
বিপদে পড়িয়ে তোমায়, ডাকি তাই গুণমণি।
নীলকণ্ঠে আরাধিয়ে, শ্রীকণ্ঠে কণ্ঠে ধরিয়ে,
তাপিত প্রাণ জুড়াব র'য়ে অভিন্ন হৃদয়ে;—
নিরাশ হ'লেম, হে আশাময়!—কোথা আছ এ দুঃসময়?
চাহে দাসী পদাশ্রয়,—নইলে বিদায় হৃদয়মণি!

(প্রকৃতিস্থ হইয়া) সত্য সত্যই কি সংকল্প পূরণ হবে না?—হবে!—অবশ্যই হবে! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদিন ব'লেছিলেন—'প্রিয়তমে! তোমার স্তন-যুগল দেখে আমার প্রতীত হচ্চে—অনঙ্গদেব যেন দুটি

প্রফুল্ল-পঙ্কজে তোমার অর্চ্চনা ক'চ্চে এবং ঐ দুটি প্রস্ফুট 'কুচ-কমল' তোমার সৌন্দর্য্য-সরসে বিরাজ পূর্ব্বক আমার প্রীতি উৎপাদন ক'চ্চে?' আহা! শ্রীপতির শ্রীমুখোচ্চারিত সেই সুমধুর কাহিনী আজি-ও আমার হৃদয়ে জাগ্রৎ আছে!—আজি-ও আমার কর্ণকুহর সুশীতল ক'চ্চে!··· আজি-ও এই রূপহীনা রমার সৌন্দর্য্য-সরসে প্রাণেশের প্রীতিপ্রদ সেই প্রফুল্ল পঙ্কজ দুটি বিরাজ ক'চ্চে! ব্রতভঙ্গ হবে কেন? সংকল্পিত শিবব্রত পণ্ড হবে কেন? ভগবান বিষ্ণু যখন আমার এই স্তন-যুগলকে 'কুচ-কমল' ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন, তখন সেই শ্রীমুখোচ্চারিত মদীয় যুগল 'কুচ-কমলাঞ্জলি' দ্বারা মহেশের অর্চ্চনা ক'রে, "সহস্র-সরোজাঞ্জলি" প্রদানের সংকল্প পূরণ করি!—তাতে কেশব অবশ্যই প্রীত হবেন।—ব্রতোদ্‌যাপিত হ'য়ে মনস্কামনাও পূর্ণ হবে।

[বাম হস্তে বাম স্তন ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তস্থ ছুরিকা দ্বারা ছেদনান্তর, পঞ্চাক্ষর মন্ত্রোচ্চারণে শঙ্করকে সমর্পণ করিয়া লক্ষ্মী দক্ষিণ স্তন ছেদনে উদ্যতা।]

মহা। (সহসা সুবর্ণমণ্ডিত শিবলিঙ্গ ভেদ পূর্ব্বক উত্থিত হইয়া কর-পুটে) মা! কর কি? কমলে! কর কি? তোমার কোমল 'কুচ-কোরক' ছেদন ক'রে, শ্মশাননিবাসী শঙ্করকে অপরাধী ক'ল্লে যে মা! তোমার সংকল্পিত পদ্ম পূরণ হ'য়েছে; ব্রতোদ্‌যাপন হ'য়েছে; কিন্তু তোমার ভক্তি পরীক্ষা ক'রব ব'লেই, অলক্ষ্যে দুটি 'পদ্ম' অপহরণ ক'রেছি! আমার বড়ই অপরাধের কাজ হ'য়েছে মা! দীনতাবারিণী, স্নেহময়ী জননি আমার! অধম সন্তানের অপরাধ কি ক্ষমা ক'রবে না?

লক্ষ্মী। দয়াময়! এতক্ষণে কি দয়া হ'লো? এতক্ষণে কি দুঃখিনী তনয়া ব'লে মনে প'ড়েছে?

বন্দি বিশ্বভাবন, হে, ব্যোমকেশ বিশ্বেশ্বর
বিরূপ ও বিশ্বরূপ, শান্ত, করুণাসাগর॥

তুমি শিব মহাভাগ পরমেশ পুরাতন।
শশাঙ্কশেখর, শিব, সর্ব্বানন্দ সনাতন॥
তুমি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ইন্দ্র-চন্দ্র-দিবাকর।
প্রেতভূমি-প্রিয় প্রভো! পরমার্থ পটুতর॥
তুমি রূপ-রস-গন্ধ, যোগ-বিয়োগ-শোভন।
বৃষভবাহন বিভো! জটা-বিভূতি-ভূষণ॥

(গীতি-স্তোত্রং)

ভবঃ শিবো হরো রুদ্রঃ, পুষ্কলো মৃগালোচনঃ।
দাতা দয়াকরো দক্ষঃ, কপর্দ্দী কামশাসনঃ॥
অগ্রগণ্যঃ সদাচারঃ, সর্ব্বঃ শম্ভুর্মহেশ্বরঃ,
শ্মশাননিলয়স্তিষ্যঃ ;—বিশ্বদীপ্তিবিলোচনঃ।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশ, স্ত্রিনেত্রশ্চন্দ্রশেখরঃ;
করণং কারণং কর্ত্তা সর্ব্ব-বন্ধ-প্রমোচনঃ॥
বরদাভয়পাণিশ্চ, সর্ব্বাভরণভূষিতঃ;
ঈশঃ পিনাকী খট্টাঙ্গী,—চিত্রবেষশ্চিরন্তনঃ।
ব্যাঘ্রচর্ম্মধরো ব্যালী,—মহাভূতো মহানিধিঃ।
বিশালাক্ষো মহাব্যাধঃ,—সুরেশঃ সূর্য্যতাপনঃ॥

মহা। শুভে বিষ্ণুকান্তে! তোমার ঐকান্তিক ভক্তি সন্দর্শনে এবং সাগ্রহে সংকল্পিত ব্রতোদ্‌যাপনে পরিতুষ্ট হ'য়েচি; এখন অভীপ্সিত বর প্রার্থনা করো।

লক্ষ্মী। প্রভো! যখন আপনার অভয় চরণ দেখ্‌তে পার্লেম, তখন অন্য বর আর কি আছে? তবে সকলে যাঁকে দেখ্‌তে পায় না, আমি সেই দুর্দ্দর্শন শঙ্কর হ'তে 'বর' লাভ ক'রেছি বল্‌বার নিমিত্ত এইমাত্র প্রার্থনা ক'চ্চি,—হে মহেশ্বর! হে ভক্ত-অভীষ্ট-বরদ আশুতোষ! আপনার চরণে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে। যিনি শঙ্করের একান্ত অনু-

বাণী,—হে শঙ্কর! আমার সেই প্রাণপ্রতিম পতির আমিই যেন একমাত্র প্রিয়পত্নী হই।

মহা। মাতঃ কমলাক্ষি! আজ হ'তে তুমি ভয়ের বরে কমলাক্ষের সর্ব্বপ্রধানা কৃপাপাত্রী হ'লে! কমলনেত্র আর কাকেও তোমার ন্যায় প্রীতি-প্রফুল্লিত-নেত্রে দেখ্‌বেন না!—তোমার ন্যায় স্বামী-সোহাগিনী বীণাপাণিও হবেন না। অনেক কুল-ললনা যাতনা দিয়ে পতিকে বশীভূত কত্তে চেষ্টা করেন; পরের নিকট পতির দোষকীর্ত্তন ক'রে, লোকসম্মুখে স্বামীকে লজ্জা দিয়ে বাধ্য ক'ত্তে চান; কিন্তু কালে বিষময় ফলই প্রসবিত হ'য়ে থাকে। রমণী সেই ফলাস্বাদন ক'রে পরিশেষে "হাপতে" "হাপতে" ক'রে পথে পথে রোদন ক'রেও পতিপদ প্রাপ্ত হ'তে পারেন না। দেবি! পতিকে প্রসন্ন ক'ত্তে হ'লে, তিনি শত অপরাধ করুন—শত পাপে পাপী হউন, সতী সতত পতিপদ সেবা ক'রে পতিকে সন্তুষ্ট রাখ্‌তে চেষ্টা ক'র্ব্বেন। পত্নীর ঈদৃশ স্বভাব সন্দর্শনে পতির আত্মগ্লানি উপস্থিত হ'য়ে, হয় তো অচীরে পত্নীগোচরে ক্ষমাপ্রার্থনা পূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্ব্বেন এবং সর্ব্বতোভাবে সতীর বশীভূত হ'তে পারেন; কিন্তু মাতঃ কমলে! পদ্মনাভও পদ্মমুখীর প্রতি সতত প্রসন্ন বই কদাপি অপ্রসন্ন নহেন! তারপর পতির পরমবন্ধু জেনে, বৃষভবাহনের সাধনায় আপনার মন যখন এতদূর বিমুগ্ধ, তখন আমি প্রীতি-প্রফুল্লিত-চিত্তে আপনাকে বরপ্রদান ক'চ্চি—নারায়ণ যেখানে থাকুন, লক্ষ্মীছাড়া কখনো অবস্থিতি ক'ত্তে সমর্থ হবেন না। আপনার একান্ত ভক্তির জন্য প্রসন্নচিত্তে এই বর দিচ্চি,—আমাদের নামোল্লেখ ক'ত্তে "শিবদুর্গা" "হরগৌরী" ইত্যাদিরূপে আমার নাম অগ্রে উচ্চারণ হয়; কিন্তু, লোকে তোমাদের নাম উচ্চারণ করার কালে আজ হ'তে—"লক্ষ্মী-নারায়ণ" "রাধাকৃষ্ণ" "সীতারাম" ইত্যাদিরূপে অগ্রে তোমার 'সুপবিত্র' নাম উচ্চারণ ক'র্ব্বে! যে হতভাগা এই নিয়ম লঙ্ঘন ক'র্ব্বে, তাকে অনন্তকাল নিরয় যাতনা ভোগ ক'ত্তে হবে। আর জননি! আমার বরে তোমার

বামস্তন পুনরায় সমুৎপন্ন হোক এবং ঐ ছেদিত স্তন হ'তে, তোমার মূর্ত্তিমতী ভক্তিস্বরূপ পৃথিবীতে "শ্রীফল" নামে এক পরমপবিত্র বৃক্ষ উদ্গত হ'য়ে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর জগতে বিরাজমান থাক্‌বে। হে শুভে! ঐ শ্রীবৃক্ষ আমার পরম প্রীতিজনক এবং উহার পত্রদ্বারা আমার অর্চ্চনা হবে। স্বর্ণ, মুক্তা ও প্রবাল প্রভৃতি রত্ননিচয় এবং আমার প্রীতিজনক অন্যান্য যে সকল পুষ্প আছে, তন্মধ্যে কেহই "শ্রীফল" পত্রকণার কোটিভাগেরও সমান হবে না। ত্রিপুণ্ডক এবং গঙ্গাজল যেরূপ আমার প্রিয়, 'শ্রীফল' বৃক্ষের ত্রিপত্রও আমার সেইরূপ প্রিয় হবে। এখন বিদায় হই, কিন্তু নারায়ণি বিদায় কালে একটি ঋষি-বাক্যের প্রতিধ্বনি ক'রে যাই :—

"ন কৃষ্ণাদধিকস্তস্মাদস্তি মাহেশ্বরাগ্রণীঃ।
তস্মাৎ তৎপূজনাচ্ছম্ভুর্ভবত্যেব সুপূজিত॥"

[অন্তর্দ্ধান্।

(গীত।)

বম্ বম্ বম্ হর হর হর,
শিবশম্ভু শঙ্কর।
ভোলানাথ বিভূতিকান্তি;
ভূতপতি চন্দ্রচূড়।
কখনো শ্মশাননিলয়াচারী ঘট ঘট কভু ঘুটিছ ভাঙ্গ;
কে জানে মহিমা তব জয় জয় জয় ঈশান!
কখনো রুদ্র ভীমমূর্ত্তি দুর্জ্জয় মদন নাশিতে;
কখনো অন্নপূর্ণা সহ বিরাজ বারাণশীতে।
কখনো গভীরধ্যানে মগন
বয়েলবাহনে ফের।
ভিক্ষা ঝুলি কক্ষে করি,
ভিক্ষা কর কিসের?

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মানস-সরোবর।

(অন্তরীক্ষ হইতে গাইতে গাইতে বীণাপাণির অবতরণ)

সুর। (মঙ্গল-বিভাস।—একতালা। *)

ডেকো না গো আর, গিয়েছে সে দিন।
ভবের বরে পীতাম্বর সতীনি অধীন।
নই স্বামি-সোহাগিনী,
পতি-প্রেম-ভিখারিনী ;
কে ডাকিছ ও ভগিনী, সে সুখ-স্মৃতি বীলিন।
(আর ডে'কনা ডে'কনা—স্বামি-সোহাগিনী ব'লে)

---

* সুর— "[illegible] আর পাব দরশন।"

শুনিলে যে সম্বোধন, দূরে যেতো সকল বেদন
লভিতাম সুখ, যথা লভি হারাধন ;—
পরিবর্ত্তন বিধির বিধি।— আহা রে দারুণ বিধি !
সেই সম্বোধনে হৃদি, স্মৃতির দংশনে মলিন !
(গরব ক'রোনা ক'রোনা—স্বামী-সোহাগ দু'দিনের
কিছুই স্থায়ী নয়, স্থায়ী নয়—জগৎ পরিবর্ত্তনশীল !)

(স্বগত) কিন্তু শঙ্কর ! এই কি তোমার উচিত হ'লো ? উদাসীন হ'য়ে স্বার্থে কি তুমিও এত অন্ধ ? জান না কি রমার পতিপ্রেমভাগিনী রমাবল্লভের রাতুল শ্রীপদের পবিত্রা-কিঙ্করী—স্ত্রী ; তবে দয়াময় ! কোন স্বার্থে রমাকে অসপত্ন্য-প্রেমের অধিকারিণী ক'ল্লে ? সারদার শিরসি দ্বিধা ক'রে রমার উপকার !—'দয়াময়' নামের উপযুক্ত দৃষ্টান্তই বটে ! শূলপানি ! সব বুঝেছি ;—তোমার স্বার্থময় অতুল বিভব শ্রী-অঙ্গজাত-শ্রীফলের মাহাত্ম্য হ'তে সব উপলব্ধি ক'ত্তে পেরেছি। তাই তার উপযুক্ত পুরস্কার—এই পাগলিনীর অলংঘ্যনীয় অভিশাপ গ্রহণ ক'রে চরিতার্থ হও ! হে শঙ্কর ! যে শ্রীফলের গর্ব্বে তুমি গর্ব্বিত, সেই 'শ্রীফল' তোমার কত ভক্তের সর্ব্বনাশকর হবে। ফুলদলের লোভে যেমন পতিব্রতার পতিপ্রেম রূপ অমূল্য-ঐশ্বর্য্যে প্রতিবাদী হ'তেও কুণ্ঠিত হওনি,—নিতান্ত অধর্ম্ম ব'লে মনে স্থান পায় নি ; হে আশুতোষ ! মনে রেখো, তেমনি এর প্রতিফল স্বরূপ, তোমার প্রদত্ত বরে তোমাকেই ভীত, লাঞ্ছিত, লজ্জিত ও বিড়ম্বিত হ'তে হবে। আর, হে বৈকুণ্ঠরাণীর হৃদয়েশ ! হে প্রাণাধিক ! প্রাণবল্লভ ! তোমায় আর কি—বলবো ? তুমি এই দুঃখিনীর পানে না তাকায়ে যখন তোমারই 'ভালবাসা'কে ভালবাসা দেখালে তখন—না, আমি পত্নী হ'য়ে কেমন ক'রে পতিকে অভিশাপ

প্রদান করি ?—তবে অসহনীয় ব্যথার বিবেক তাড়নায় বাধ্য হ'য়ে এই মাত্র বল্‌ছি,—পতি হ'য়ে যেমন পাষাণহৃদয়বত্তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কল্লে, তেম্‌নি কোন পতিপ্রাণা সতী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হ'য়ে, তোমাকে নিশ্চয় পাষাণকায় হ'তে হবে। তোমার পতিপ্রাণা সতী-স্ত্রী সারদার এই অক্ষয় আকাঙ্ক্ষা !—তোমার অনুচিত, ঘৃণিত, স্বার্থের এই উপযুক্ত পুরস্কার! কেমন, তৃপ্ত হ'লে তো ? এখন, কোথায় কমলে! তুমি বৈকুণ্ঠের রাণী হ'য়েছ—সুখের কথা; কিন্তু পতিব্রতা হ'য়ে কেমন ক'রে পতিব্রতার কথা বিস্মৃত হলে ? স্বার্থে অন্ধ হয়েছ, কিন্তু গর্ব্বিতা হয়োনা যে বীণাপাণিকে বঞ্চিতা করে অসপত্ন প্রেমের অধিকারিণী হ'য়েছ!

পত্নী হ'য়ে পতিপ্রাণার প্রাণেতে যেমন
দিতে দুখ সঙ্কুচিত হ'লে না কমলে!
আরাধিয়ে কৃত্তিবাসে উভয়ের ধন
আপন আয়ত্তাধীন করিয়া লইলে;
প্রতিফল দিব যদি পতিব্রতা হই,
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে মধুর প্রণয়ে
মোহিবে মাধবে হ'য়ে রাধা রসময়ী
প্রেম বিবাদিনী হব চন্দ্রাবলী হ'য়ে।
রুক্মিণী হইয়া নাথে পাবে দ্বারকায়,
সত্যভামা হ'য়ে আমি জ্বালাব তোমায়।
'স্বামি-সোহাগিনী' হ'তে দিগম্বর বর
লভিবে, কমলে! কিন্তু, সেই প্রাণেশ্বর
অযোধ্যাঈশ্বর হয়ে বনাবাসে দিবে;
দেখিব তখন তব কেমনে রাখিবে!

কাঁদিবে 'হা নাথ' ব'লে বনে বিনাইয়ে ;
দেখিয়া হইব সুখী সোহাগে গলিয়ে।
ভেবেছ, হয়েছ সুখী, বঞ্চিলে আমায়,
তাই কিন্তু বড় দুখে মনে হাসি পায়।
হৃদয়ের অভ্যন্তরে, রেখেছি যাঁহারে ;
সমস্ত হৃদয় খানি যাঁর অধিকারে ;
তারে কি বঞ্চিতে পার থাকিতে হৃদয় !
জান না কি পতিব্রতা পতিতে তন্ময় ?
প্রেম-বিবাদিনী তুমি হও শতবার,
শয়নে, স্বপনে জানি 'মাধব আমার'
সমূলে হৃদয় যদি কর উৎপাটন,
তবেই বঞ্চিতে পার হৃদয়ের ধন।
হৃদয়ের মণি হৃদে করি আভরণ,
বীণাপাণি যায় যেথা শান্তি-নিকেতন।
যুগে যুগে দেখা হবে, দেখিব, দেখিবে,—
প্রাক্তন-অদৃষ্ট-লিপি ভব কি রোধিবে ?
সময়ে বিচ্ছেদ কিন্তু সুখের কারণ,
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ-কষ্ট করিব বারণ।

(গীত)

আয়রে বিচ্ছেদ রাখি তোরে,—যতনে হৃদি মাঝারে !
জনমের মতন তোমায় প্রাণেশ সঁপেছে মোরে।
মনের সাধ মিটিল !— [illegible] সুখ-আহ্লাদ ফুরাইল ;
কপালে কি এই ছিল ?—ভাবিতে হৃদয় শিহরে ! !

সু-সাধে কি সাধ ?— নাথ ঘটাইল বাদ !
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,—সকলি কপালে করে।
এখন বিচ্ছেদ, তোমার আমি,
আমার হ'য়ে থাক তুমি,
অন্তরে বিরাজ মম হইয়ে অন্তরযামী ;—
দিনান্তে প্রাণান্ত হ'লে,— যার দেখা নাহি মিলে,
শুধু বিচ্ছেদের বলে, সে এখন বাঁধা অন্তরে।
তুমি থাকিলে অন্তরে, থাকিবে না সে অন্তরে,
সবে হ'লে স্বতন্তরে প্রাণান্তেও পাব না তারে।

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কপালমোচন ক্ষেত্র।

কপাল মোচন ক্ষেত্রে বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তি। ব্রহ্মা
বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের অধিষ্ঠান;
তাহাদের পত্নীগণ কর্ত্তৃক বিল্ববৃক্ষ
মূলে জল সেচন ও প্রণাম।

নারা। হে বিল্ববৃক্ষ! হে শিবরূপিন্! হে পিনাকপাণি-প্রীতিপদ শ্রীবৃক্ষ! আপনাকে নমস্কার! আপনার রক্ষার নিমিত্ত, বিল্ব, মালুর, শ্রীফল, শাণ্ডিল্য, শৈলুষ, শিব, পুন্ন, শিবপ্রিয়, দেবাবাস, তীর্থপদ, পাপঘ্ন, কোমলচ্ছেদ, জয়, বিজয়, বিষ্ণু, ত্রিনয়নবর, ধূম্রাক্ষ, শুক্লবর্ণ, সংথ এবং শ্রাদ্ধদেব এই বিংশতি নাম রক্ষা কল্লেম।

ব্রহ্মা। হে শিবরূপিন্! হে কমলজে! হে শঙ্কর-প্রীতিপ্রদ শৈলুষবৃক্ষ! আপনাকে প্রণাম! আপনার ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং চতুর্দ্দিকে শতধনু ব্যাপক স্থান দেব-তীর্থ-স্বরূপ। আপনার ঊর্দ্ধপত্রে শঙ্কর, দক্ষিণপত্রে বিষ্ণু এবং বামপত্রে আমি সতত সুখে অবস্থান কর্ব্বো। যে ব্যক্তি ব্রহ্মার এই ব্রহ্মবাক্যে অন্যথা জ্ঞান ক'রে এস্থানে ব্যভিচার এবং পুরীষাদি পরিত্যাগ কর্ব্বে,

সে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্করের কোপাগ্নিতে ভস্মীভূত হ'য়ে অনন্ত নরক যাতনা ভোগ ক'র্ব্বে।

ইন্দ্র। আজ আমাদের সুপ্রভাত! তাই জগতের প্রভূত উপকারী বিল্বতরু সন্দর্শনে চরিতার্থ হ'লেম। 'হে বিল্ববৃক্ষ! হে জ্যোতির্ম্ময় শিবরূপিন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমি আপনাকে প্রণাম কচ্চি! হে বিল্ববৃক্ষ! হে মহাভাগ! আপনি ভগবান মহেশ্বরের প্রিয় এবং কমলার কুচ-কমলোদ্ভব'! যে ব্যক্তি ইন্দ্রোক্ত এই স্তবপাঠপূর্ব্বক সতত সাদরে শুভ-বিল্ববৃক্ষ দর্শন ক'র্ব্বে, সে সকল দেবতার প্রীতিভাজন হ'য়ে সাক্ষাৎ শিব-সন্দর্শনের ফলভাগী হবে এবং অনন্তকাল ইন্দ্রত্ব ভোগ ক'রে শেষে বৈকুণ্ঠরাজ্যে বৈকুণ্ঠনাথের প্রিয় সহচররূপে বিরাজ ক'র্ব্বে।

নারা। 'হে সর্ব্বদেব-হর্ষপ্রদ-বিল্ব-তরো! আপনি সদা শঙ্কররূপী, আপনাকে প্রণাম করি; আপনি আমায় সফল করুন্। হে প্রিয়স্পর্শ মহাতরো! আমি আপনাকে স্পর্শ করি, আপনি আমাকে পাপরাশি হ'তে মোচন করুন্'!—এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যে জন সাদরে বিল্ব-বৃক্ষ স্পর্শ কর্ব্বে, সে আমার পরমপ্রিয় বৈষ্ণব হবে।

ব্রহ্মা। হে কর্ম্মপ্রদ! হে ত্রিগুণাত্মক! সুরগণ সতত আপনার মনোহর অধিষ্ঠান-তলভূমিতে তীর্থজ্ঞানে বিচরণ করেন; তন্নিবন্ধন আমি আপনার তলদেশ মার্জ্জনা করি'। এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যে ব্যক্তি গোময় মিশ্রিত জল দ্বারা মূলাবধি অন্যূন দশহস্ত স্থান প্রত্যহ মার্জ্জনা ক'র্ব্বে, সে ব্যক্তি অনন্তকাল ব্রহ্মপুরে বাসপূর্ব্বক শেষে বিষ্ণুপ্রিয় বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত ও পরম বৈষ্ণব হবে।

ইন্দ্র। হে বিল্ববৃক্ষ! আপনাকে প্রণাম করি। "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্রে যে ব্যক্তি পরম-প্রীতচিত্তে, সরল প্রাণে, ভক্তিযুক্ত হয়ে অন্ততঃ একটিমাত্র পত্রও আশুতোষের চরণ-সরোরুহে সমর্পণ ক'র্ব্বে, তাঁর শম্ভুকে অদেয় আর কিছুই থাক্‌বে না। স্বায়ং, মধ্যাহ্ন, দ্বাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা

ব্যতীত বরং বিল্ববৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক 'হে বিল্ববৃক্ষ! ভগবান্ শঙ্করের প্রীত্যর্থে আপনার পুণ্যপ্রদ পত্র চয়ন ক'চ্চি;'—এই মন্ত্রে বিল্বপত্র চয়ন কর্বে! কিন্তু যে মূঢ় পূজার্থেও শাখা ভগ্ন ক'রে পত্র চয়ন কর্বে, তার শতবৎসরোপার্জ্জিত শিবার্চ্চনার ফল একদিনেই সমূলে বিফল হবে। বিল্বপত্র খণ্ডই হোক্, আর অখণ্ডই হোক্, শঙ্কর সাদরে তা' গ্রহণ কর্বেন। ছয় মাসেও বিল্বদল পর্য্যুষিত হবে না; সূর্য্য ও গণেশ ব্যতীত সকল দেবতাই উহা গ্রহণ কর্বেন।

নারা। দেবেন্দ্র! বিল্ববৃক্ষের মাহাত্ম্য অসীম! যেখানে পঞ্চ বিল্ববৃক্ষ বিদ্যমান, সে স্থান বারানসী সদৃশ।—যে স্থানে সপ্ত বিল্ববৃক্ষ অবস্থিত, তথায় পার্ব্বতীকান্ত পার্ব্বতীসহ সতত অবস্থিতি ক'র্বেন।—যে স্থানে একটিমাত্র পাদপ থাক্‌বে, তথায় ভগবান্ শঙ্কর সহ আমি সতত সুখে বসতি কর্ব্বো। হে চতুরানন! যথায় ঐ পুণ্য-পাদপের দশ-সংখ্যক অধিষ্ঠান, তথায় সুরগণ শিবানুচরগণে পরিবেষ্টিত হ'য়ে সর্ব্বদা বিরাজ কর্বে। নদীতীরে, শ্মশানে বা প্রান্তরে বিল্ব-বৃক্ষ থাক্‌লে সেস্থান পীঠস্থানে জ্ঞেয়! যে গৃহস্থভবনের ঈশানকোণে বিল্ব-বৃক্ষ যত্নে প্রতিপালিত হয়, তার কখনও বিপদ্ ঘটে না। পূর্ব্বদিকে সুখপ্রদ; পশ্চিমে সন্তান সন্ততি বর্দ্ধক, কিন্তু, দক্ষিণদিকস্থ বিল্ববৃক্ষ ভয়প্রদ!

ব্রহ্মা। আহা! শুভক্ষণে কমলবাসিনী কুসুমকোমলা কমলালয়ে শিব-ব্রতের অনুষ্ঠান হ'য়েছিল। শ্রীমতিশ্রীর শ্রীঅঙ্গজাত শ্রীফলের একটি মাত্র পত্র চৈত্রাদি পুণ্যপ্রদ-মাসচতুষ্টয়ে ভগবান শঙ্করকে দানে কল্লে লক্ষ ধেনুদানের ফল হ'য়ে থাকে। যে মানব মধ্যাহ্ন সময় একবার মাত্র মালুর বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করে, তার সপ্তকর-সুমেরু প্রদক্ষিণের ফল ফলে। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ ব্যতীত উহা দাহন, ছেদন বা বিক্রয় কল্লে পতিত হবেন! বিল্ববৃক্ষমর্দ্দিতমৃত্তিকা মস্তকে লেপন কল্লে, মহেশের বরে মহাপাপীকেও মৃত্যু-কিঙ্কর ধারণ ক'ত্তে সক্ষম হবে না। বিল্বপত্র মৃত্তিকায় পতিত হয়ে

ব্যর্থ হবে ব'লে, পশুপতি স্বয়ং ধরাশায়ী বিল্বপত্র মস্তক পেতে গ্রহণ করেন; সুতরাং, যে ব্যক্তি পতিত বিল্বপত্রে পদাঘাত করে, তার শিব-শিরে পদাঘাত তুল্য মহাপাতক হ'য়ে থাকে। চৈত্রমাসে প্রশস্ত-মনে মালুর বৃক্ষে সলিল সিঞ্চন কল্লে তাঁর পিতৃপুরুষগণ ঐ বৃক্ষের তুল্য অভিষিক্ত হবে। হরিদ্রানগরে বৈদ্যনাথ শিবের অধিষ্ঠান স্থানে শৈলুষের নাম স্থূণবৃক্ষ; কামরূপে কামরুদ্র; কাশীধামে মুক্ত এবং কাঞ্চীপুরে 'অক্ষয় পুণ্যদ' নাম ধারণ কর্ব্বে। ঐ সমস্ত পুণ্যস্থল তীর্থমধ্যে সনাতন ব'লে খ্যাত হবে।

(লক্ষ্মী ও হরপার্ব্বতীর প্রবেশ।)

মহা। (দূর হইতে) কমলে! কমলালয়ে! ঐ দেখ—কপালমোচন ক্ষেত্রে শ্রীঅঙ্গজাত শ্রীফলবৃক্ষের উৎপত্তি হ'য়েছে! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ এবং শচী, রোহিনী, অরুন্ধতী প্রভৃতি দেবীগণ প্রীতচিত্তে, তাঁর পূজা ও গুণাদি ব্যাখ্যা পূর্ব্বক তদীয় মূলে সলিল সিঞ্চন ক'চ্চেন। যে পাপাশয় পদদ্বারা উক্ত বৃক্ষপত্র বা ফল স্পর্শ কর্ব্বে, সে নিশ্চয়ই শ্রীভ্রষ্ট এবং ছায়া লঙ্ঘনে অল্পায়ু হবে। আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীফলবৃক্ষের একটি ত্রিপত্র প্রদান কল্লে সহস্র সরোজ দানের ফল ফলবে! কমলার পূজিত শিব-চতুর্দ্দশীতে ভক্তিপূর্ব্বক সচন্দনে একটি ত্রিপত্র প্রদানে শতাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল অবশ্যম্ভাবি! কমলে! মদীয় ব্রতানুষ্ঠানে তুমি ভক্ত জীবের কি মহান্ উপকারই না সাধন কর্লে? আহা! আমি ধন্য হ'লেম!!

ইন্দ্র। (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) বাসব-বাঞ্ছা! আজ বাসব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত বিল্ববৃক্ষমূলে ভবানীভাবন ভবদেবের দর্শন পেয়েছি; আসুন, ত্রিদিবগণ একত্র হ'য়ে ত্রিপত্রে ত্রিনেত্রের আরাধনা করি।

নারা। (ভগবতীর প্রতি) জগজ্জননি-শিবে! একবার এই শুভক্ষণে শুভ বিল্ববৃক্ষমূলে, ভক্তমনমাতানো, প্রাণভুলানোরূপে ভোলানাথের বামে দাঁড়াও দেখি মা? আজ ত্রিদিবগণ একত্র হয়ে ত্রিনেত্র-ত্রিনেত্রীর যুগলচরণে ত্রিপত্রচয় অঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক চরিতার্থ হই!

ভগ। সে কি হরি? "হরেরবজ্ঞাকরণাদ্ভবেদীশঃ পরাঙ্মুখঃ;
তস্মাৎ পূজ্যঃ সদা শার্ঙ্গী মহাদেবপরায়ণৈঃ।
তদ্ভক্তৈশ্চ বিশেষেণ প্রীতয়ে গিরিজাপতেঃ"॥

(অর্থাৎ) বিষ্ণুকে অবজ্ঞা কর্লে আশুতোষ অসন্তুষ্ট হন; অতএব শৈবগণের বিষ্ণুপূজা করা অবশ্যম্ভাবী কর্ত্তব্য এবং বিষ্ণুভক্তগণও ভগবৎ-প্রীতিউদ্দেশ্যে বিশেষ ভক্তিসহকারে আশুতোষকে অর্চ্চনা ক'র্ব্বে!—সুতরাং অচ্যুত! তোমাকে অবজ্ঞা ক'রে এ পূজা গ্রহণ আমি সম্মতা নই! বিশেষতঃ, আমরা দুজনে যে কি সম্পর্কে সুবদ্ধ, তা সকলেই জানে; কিন্তু, রমানাথে ও গিরিজানাথে যে কি সম্পর্ক, তা' অনেকে জান্তে না পেরে—জেনেও বুঝ্তে না পেরে, অনন্ত নরক যাতনা হ'তে অব্যাহতি পাচ্ছে না; তাদের নিস্তারের তরে তোমাদের সেই যুগল-একাত্মন্ সাজে সাজ দেখি? আধ নীলকায়, আধ শ্বেতকায়; আধ ফণীকণা, আধ বনমালা; আধ পীতবাস, আধ বাঘ ছাল যেরূপে, সেইরূপ দেখাও দেখি? কৈ, দেখালে না? সে সাজে সাজ্বে না? মা ব'লে ডেকেছ; মায়ের বাসনা পূর্ণ ক'ত্তে গৌণ ক'চ্চ কেন?

নারা। ত্রিলোচনি! ত্রিপত্রে ত্রিনেত্র-ত্রিনেত্রীর অর্চ্চনায় বঞ্চিত ক'রে যদি স্বকীয় বাসনা পূরণার্থ অভিলাষিনী হ'য়ে থাক, তা হলে ঐ অন্তরালে দেবদেবীগণ সঙ্গে লয়ে অপেক্ষা করো—বাসনা অচিরাৎ পূর্ণ হবে!

এস হর! হরিহরে কেমনে সুষমা,
দেখুন জননী আর দেবদেবীগণ;
দেখুক গগণ, ধরা, ভাস্কর, চন্দ্রমা,
একাত্মন্ 'হরি-হর' চিত্ত-বিনোদন।

[সকলের অন্তর্ধান।

পট পরিবর্ত্তন।

হরিহর-মিলন।

দেববালাগণ কর্ত্তৃক মিলন-সঙ্গীত।

(গীত)

আমরি, আমরি,
একি হেরি আজ দু'নয়নে!
মন মোহিল, মোহ টুটিল,
একাসনে হরিহর-মিলন দরশনে।
আধ পীতবাস পরা, আধ বাঘ ছাল,
আধ গলে বনমালা আধ হাড়মাল;
কিবা সুচারু, শ্যামাঙ্গে অগুরু,
আধ অঙ্গ শুভ্রতর শোভে ভস্ম
বিলেপনে।